বৈশাখ ১৩৫০।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায় কর্তৃক ৭এ, বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা-৯
অশোক প্রিন্টিং ওআর্কস হইতে মুদ্রিত।

‘বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’

“বাঁধন ছিঁড়িতে হবে এই মোর মতি
লক্ষ কোটি প্রাণী সহ মোর এক গতি,
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে রব মুক্তি সমাধিতে।”

বিষয়-সূচী

গানের প্রথম পংক্তি — পৃষ্ঠা

স্বরলিপি

মুক্তির গান

১

তিলকামোদ—ঝাপতাল

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাম্

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে!

বহু বলধারিণীং নমামি তারিণীং,

রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং,
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্!
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র

২

সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।
হম বুলবুলেঁ হৈঁ ইস্‌কী ৰহ বোস্তাঁ হমারা॥
গুরবতমেঁ হোঁ অগর হম, রহতা হৈ দিল বতনমে।
সমঝো ৰহীঁ হমেঁভী, দিল হো জহাঁ হমারা॥

* ['ৰ' উচ্চারণ 'ওর' এর মত এবং 'ঐ'কার এর উচ্চারণ 'অয়' এর মত হইবে।]

পরবত বহ সব্‌সে উঁচা হম্‌সায়া আসমাঁকা।
বহ সন্তরী হমারা, বহ পাসবাঁ হমারা ॥
গোদীমেঁ খেলতী হৈঁ জিসকী হজারোঁ নদিয়াঁ।
গুল্‌শন্‌ হৈ জিন্‌সে দম্‌সে, রশ্‌কে-জিনাঁ হমারা ॥
ঐ আব্‌রুদে-গঙ্গা! বহ দিন্‌ হৈ য়াদ তুঝকো।
উতরা তেরে কিনারে জব কারবাঁ হমারা ॥
মজহব নহীঁ সিখাতা অপস্‌মেঁ বৈর রখনা।
হিন্দী হৈঁ হম্‌, বতন্‌ হৈ হিন্দোস্তাঁ হমারা ॥
য়ুনানো—মিসরো-রুমা সব মিট্‌গয়ে জহাঁসে।
অব্‌ তক্‌ মগর হৈ বাকী নামোঁ নিশাঁ হমারা ॥
কুছ্‌ বাত হৈ কি হস্তী মিটতী নহীঁ হমারী।
সদিয়োঁ রহা হৈ দুশ্‌মন্‌ দৌরে জমাঁ হমারা ॥
'ইক্‌বাল্‌' কোঈ মুহরম্‌ অপনা নহীঁ জহাঁমে।
মালুম ক্যা কিসীকো দর্দে নিহাঁ হমারা ॥

—ডাঃ সর্‌ মুহম্মদ ইক্‌বাল

৩

হমারা বতন

হমারে লিয়ে বস্‌ হমারা বতন হৈ।
অনোখা নিরালা হমারা বতন্‌ হৈ,
হমেঁ জানো-দিল্‌সে ভী প্যারা বতন্‌ হৈ,
ন আলম্‌সে মতলব, ন দুনিয়াসে মতলব,

হমারে লিয়ে বস্ হমারা ৰতন হৈ।
মুসীবত্‌ভী আফত্‌ভী জুল্মো-সিতম্‌ভী,
তেরে ৰাস্তে সব গৰারা ৰতন্ হৈ।
হমেঁ তো তমন্নায়-জন্নতভী ক্যোঁ হো,
কি জন্নত্‌সে বঢ়কর্ হমারা ৰতন্ হৈ।
জমানেসে তুঝকো নহীঁ কুছ সহারা,
জমানেকো তেরা সাহারা ৰতন্ হৈ।
নিগাহোঁমেঁ ফির্‌তা হৈ মন্‌জর ৰতনকা,
সফর্‌মে ভী হম্-রাহ প্যারা ৰতন্ হৈ।
মিলে গম য়হাঁ হমকো, 'বিস্‌মিল্' তো ক্যা গম্?
হমারা ৰতন্ ফির্ হমারা ৰতন্ হৈ!

—বিস্‌মিল্ ইলাহাবাদী

৪

হিন্দুস্থান

হমারা সোনেকি হিন্দুস্থান।
তুহু মেরা দিল্‌কা রোসেন—তু হমারা জান।
চারু চন্দা তপন তারা উজল আস্‌মান্,
তেরি ছাতি পর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান॥
তেরি কুঞ্জমে ফুটত ফুলুয়া, পক্ষী গাওত গান,
শ্যাম ক্ষেত পর ডোলত কোইছা, হাওয়াসে সোনেকি ধান॥

যমুনাকি তটপর কৈছন মনোহর শ্যামকি বংশীয়া তান।
যোহি শ্রওয়ন কিয়ে যমুনাকি পানিয়া চঞ্চল চলত উজান
সারে ছুনিয়া যব ঘোর আঁধারমে তবহু তুহু সেয়ান,
দেশ দেশ পর জ্ঞানকি জ্যোতি মায়ি দিয়াহু তেরি জেয়ান॥
যুগযুগান্তর তেরি তপোবন পর, কতহুঁ ধরম বাখান,
বিমান কম্পই উঠাথা নিতিহুঁ গম্ভীর ওঙ্কার তান॥
লাখ লাখ বীর চিতা ভসমসে ছাদিত তেরি বয়ান,
তেরি মাট্টীপর নিদ্ যাওয়ে মায়ি অগণিত কবি মহান্॥
রক্ষণ হেতু বেদ ধরম ধন ভকত সাধু জন মান,
যুগে যুগে তেরি কোড়সে জননী জনম লিয়া ভগবান॥
অব তুহুঁ ভারত লজ্জিত বিষাদিত বিহীন ধরম যশো-মান।
সো হি দরশ কিয়ে দিনহুঁ রাতিয়া ঝুরত মেরি নয়ান॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

৫

সুদর্শন-ধারী

অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারি মুরারি!
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে,
কর দীক্ষিত ভারত নরনারী

মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে,
সম্মান শৌর্যে, পৌরুষ বীর্যে
কর পূরিত, নিপীড়িত ভারত তোমারি।
মুক্ত সমুন্নত পতাকা তলে
মিলাও ভারত সন্তান সকলে ;
নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক তন তান।
এস রিপু-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসিধারি।
এস ভারত-পাপ-নাশকারী ॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

৬

মাতৃ-স্তোত্র

নমো নমঃ জননি !
অশেষ গুণধারিণী।
নিত্য-সরসা, চিত্ত-হরষা
রৌদ্র কণকবরণী
শস্য-শ্যামলা, কুন্দ-ধবলা,
অম্বুমেখলা-ধারিণী।
নিত্য নবীনা, চিত্ত-দ্রাবিণা,
সপ্তস্বর সুভাষিণী।

তুংগ হৃদয়া, দিক্ বলয়া,
স্নিগ্ধ মলয়-শ্বাসিনী।
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্র কুণ্ডলা,
অব্জ-বিলোল-লোচনী।
স্রোত-মধুরা, নীর-ক্ষীর-ধারা,
সন্তাপ-জরা-নাশিনী।
পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা,
দ্রুম-চামর-ধারিণী।
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
অযুত-সুত-শালিনী।
কৃত্য কুশলা, চিত্ত বহুলা,
চিত্ত বেদন-হারিণী
জয়দে, জয়-দায়িনী।

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৭

ইমন-কল্যাণ—একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী, দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি-ধর্ম-শিক্ষা।

(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভগবদগীতা গাহিল স্বয়ং, ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর, যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র, প্রচার করিল নীতির মর্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস, প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি।

আর্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হউক খর্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা, তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ?
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব বংশ ;
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনো হবে না ধ্বংস।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া, অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৮

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালবেসে॥

জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে॥

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল,
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে॥

আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

বাংলা দেশ

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দুর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—
আমাদেরই বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল, শ্যামা—
ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?

বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—
আমাদেরই বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?
রামপ্রসাদের চণ্ডীদাসের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—
আমাদেরই বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুঃখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে ওঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ-পিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—
আমাদেরই বাংলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১০

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান !
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান !
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান !
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে, যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
বর-পুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব-মণি মালিনী !

কোটি-সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি আনন্দ-কারিণী !
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে হাস মা কমলবরণি ;
আশার আলোকে ফুল্লহৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী !
নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী !
হাস মা কমল-বরণি !
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য বীর্য-শালিনি !
আবার তোমায় দেখিব জননী সুখে দশ-দিক-পালিনি !
অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ খর্পর কর-বালিনি !
শৌর্য-বীর্য-শালিনি !

—সরলা দেবী

১২

মিশ্র কাওয়ালী

উঠগো ভারতলক্ষ্মী ! উঠ আদি জগতজনপূজ্যা !
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা ।
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে ।
(কোরাস্) জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা ! দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শংকিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভলক্ষ্যে।
(কোরাস্) জননী গো, লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি।

ভারত শ্মশান কর পূর্ণ, পুনঃ কোকিল কূজিতকুঞ্জে
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ পুঞ্জে, তপঃ পুঞ্জে
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে !
(কোরাস্) জননী গো, লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ

১৩

মিশ্রিত কেদারা—একতালা

ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
(কোরাস্) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে।
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;
(কোরাস্) এমন দেশটি ইত্যাদি।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে
(কোরাস্) এমন দেশটি ইত্যাদি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
(কোরাস্) এমন দেশটি ইত্যাদি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওমা তোমার চরণ ছুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।
(কোরাস্) এমন দেশটি ইত্যাদি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৪

ভৈরবী

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক জননী জননী ॥

নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে,
জ্ঞানধর্ম কত কাব্য কাহিনী ॥

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

বাউল

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায়, হায় রে)
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,

তোমারি ধূলা মাটি অঙ্গে মাখি,
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে,
(মরি হায়, হায় রে)
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লী বাটে,
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে
(মরি হায়, হায় রে)
ও মা আমার যে ভাই তারা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥

ও মা তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে মা তোর পায়ের ধূলা সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।

ও মা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে
(মরি হায়, হায় রে)
আমি পরের ঘরে কিনব না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

আমার দেশ

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ' !

(কোরাস্) কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'।

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর।

অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাদের জননী,
তুই কি না মাগো তাদের দেশ !
(কোরাস্) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ !
(কোরাস্) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তো না সেই ধন্য দেশ
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।
(কোরাস্) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর

আমরা ঘুচাব না তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ !
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
কোরাস্) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৭

জনগণ-মন-অধিনায়ক

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গল-দায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খ্রীষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শংখধ্বনি বাজে,
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথ-পরিচায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অংকে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ-দুঃখ-ত্রায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয় গিরিভালে,
গাহে বিহংগম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা।
জয়, জয়, জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

ইমন্ ভূপালী—একতালা

ভারতবর্ষ

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে "জয় মা জননী! জগত্তারিণি জগদ্ধাত্রি!"

(কোরাস্) ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!

সদ্যস্নাত-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্র।
(কোরাস্) ধন্য হইল ধরণী ইত্যাদি।

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে
(কোরাস্) ধন্য হইল ধরণী ইত্যাদি।

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত।
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ প্রান্ত,
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিছে প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।
(কোরাস্) ধন্য হইল ধরণী ইত্যাদি।

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ!
জগৎপালিনী! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
(কোরাস্) ধন্য হইল ধরণী ইত্যাদি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৯

আমি ভয় করব না—ভয় করব না
দু'বেলা মরার আগে
মরব না, ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।

শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে ;
সহজ পথে চল্‌ব বলে
পাঁকের পরে পড়ব না।
ধর্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে স'রব না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি—মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে, অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি’ বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলংক ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার!

—কামিনী রায়

২১

আয় আজি আয় মরিবি কে?
পিশিতে অস্থি শুষিতে রুধির, নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে?
মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
অসুর নিধনে কিসের তরাস্? পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম্ বিপদ্ বরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি, বীরের মতন মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে?

হউক ভগ্ন জলধি মগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন,
তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা স্মরিবি কে ?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য, আর্যের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশ-গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

—বিজয়রত্ন মজুমদার

২২

এ জগতে যদি বাঁচিবি—
ওরে অক্ষম, ওরে দুর্বল,
বীর-বিক্রম কর সম্বল,
যদি জীবন ধারণে বাসনা।
ওরে অধম, চপল, ঘৃণ্য,
নিজ সংযম বল ভিন্ন
কহ আছে কি অন্য সাধনা।

বিপদে অভয়, জীবনে বিজয়
কোথা কে বা আর যাচিবি ?
সাধনার পর, নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

ছি ছি মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্ম-মহিমা কহিয়া
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি ?
ওড়ে ফুৎকারে, কিরে, হীনতা ?
তেজ ধিক্কারে, নিজ নীচতা ?
গুরুবচন-দম্ভে হবে কি ?

হইতে উচ্চ, শুধু কি তুচ্ছ
বচন-গুচ্ছ রচিবি ?
কর্মের পর, নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

সহি' চরণ দলন ধীরতা ?
করি' বেদনে রোদন, বীরতা ?
কাজ কিরে ভীরু! বড়াইয়ে।
সহে ভীষণ তাড়ন মানুষে ?
হ'লে পাষাণ পীড়ন, মানুষে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে।

মায়ের আশিস্, লভিতে পারিস্,
শূর সম যদি রাজিবি।
মায়ের উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

কেন বনে বনে বৃথা ক্রন্দন ?
বাঁধ, প্রাণে প্রাণে প্রীতি বন্ধন
যদি জীবন লভিতে বাসনা।
সবে লভি' বল, বাধা ঠেলিয়া,
চল, কাজে চল, কথা ফেলিয়া
করি বিধির করুণা যাচনা।

লভিবে অমর, অক্ষয় বর,
ভাই ভাই যদি সাজিবি,
বিধির উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

এস অক্ষম এস ঘৃণ্য,
এস অধম, অবশ খিন্ন,
এস শূরবীরসহ সকলে।
এস মাতার চরণে নামিয়া
এস ধাতার করুণা ধ্বনিয়া,
এস সাধনার বলে সদলে।

পূত সংযমে বীর বিক্রমে
অতুল কীর্তি রচিবি।
ধর্মের পর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

২৩

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ ;
জীবন-রণে জীবন-দানে
সবারে করহে আগুয়ান।
হাতে হাতে ধরি ধরি, দাঁড়াইব সারি সারি,
প্রাণে বাঁধিতে হবে প্রাণ।
আলস্য, জড়তা, নিরাশ-বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ
তরুণ তপনে মধুর কিরণে
সদা কি হাসিবে প্রাণ ?
সুখের কোলে ভাবেতে গ'লে
কে রবে, কে রবে শয়ান ?
সাধিতে বীরের কাজ, পর হে বীরের সাজ,
করে ধর সাহস কৃপাণ ;
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান।

(বিবিধ সঙ্গীত হইতে গৃহীত)

২৪

তিমিরে ধীরে ধীরে—সুর

আমরা সব মায়ের ছেলে মাকে পেলে কাকে ডরাই ?
আকাশেতে মনের সাধে, মায়ের নামের নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে নাহি তুলনা,
লোকে করে ধনের গর্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই।
মায়ের শস্যে জীবন ধরি, মায়ের জলে তৃষ্ণা হরি,
মায়ের নামে মায়ের প্রেমে মায়ের কোলে নেচে বেড়াই।
মায়ের কোলে যবে থাকি, কিছুতে ভয় নাহি রাখি,
মা মা ব'লে অবহেলে বিপদ বাধা সকল এড়াই।
মা আমাদের অগ্নিময়ী, মায়ের নামে বিশ্বজয়ী,
আমরা সবে মিলে মিশে দেশে দেশে আগুন ছড়াই।

—রামচন্দ্র দাস

২৫

বাউল

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস্‌নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে ভাই।
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এদিক, বারেক ওদিক, এ খেলা আর খেলিস্‌নে ভাই

মেলে কি না মেলে রতন, করতে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন, চোখের জলটা ফেলিস্‌নে ভাই।
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস্‌নে আর হেলা ফেলা,
ফুরিয়ে যখন যাবে বেলা, তখন আঁখি মেলিস্‌নে ভাই।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা,
আর কেহ নয় জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন-ভারতগাথা।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারত-মাতা॥
শুনিতেছ না কি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খান খান,
মুক্তি-কেতন উড়িছে আকাশে তারি বন্দনা-গান,
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
লক্ষ প্রাণের বলি বেদীমূলে নূতন আসন পাতা।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারত-মাতা॥
বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্‌।

—'অভ্যুদয়'

২৭

বন্দী-বন্দনা

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে ॥

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি' ত্রিংশ-কোটী-ঐ
মানব-কল্লোলে ॥

ওরা দু'পায়ে দ'লে গেল মরণ-শংকারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝংকারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডংকারে,
বিজয়-সংগীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে
উতল কলরোলে ॥

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দী কারা সেথা
কেনরে কারা-ত্রাসে মরিবে বীরদলে।
'জয়হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে ॥

আজি ধ্বনিছে দিগ্‌বধূ শঙ্খ দিকে দিকে
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধূ ধূ ধূ হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে
চলে রে বীর চলে;
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব
রুদ্র শিখা জ্বলে ॥

(কোরাস্) জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর।
মুক্তি-কামী জয়! স্বাধীন-চিত জয়!
জয় হে! জয় হে!
জয়হে! জয়হে।

—নজরুল ইস্‌লাম

২৮

মাগো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্' বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে ॥

যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে!
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ তলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হবো কোন্ কালে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

লাল টুপি আর কাল কোর্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
আমি মায়ের সেবায় রইবো রত,
পাশব বলে দিক জেলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে,
সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে হয় সইতে রাজি
উত্তমে চায় মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

২৯

হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময় !
জগজন মানিবে বিস্ময় !

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারত জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন,
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে,
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয় !
সত্যের নাহি পরাজয় !

—অতুলপ্রসাদ সেন

৩০

বাউল

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যানা
তবে তুই ফিরে যানা।
যদি তোর ভয় থাকে ত করি মানা।

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে ;
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কাণা।

যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন
করিস্‌ ভারি বোঝা আপন ;
তবে তুই সইতে কভু পারবিনে রে,
বিষম পথের টানা।

যদি তোর আপনা হতে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে
তবে কেবল তর্ক করে সকল কথা
করবি নানা খানা ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

মরণ-বরণ

এস এস এস ওগো মরণ।
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করগো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার-ভাঙনভরা চরণ ॥

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'!
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ।
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নামকরণ ॥

হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে',—
মেষগুলোকে শেষ ক'রে দেশ-চিতায় বুকে নাচো।
শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ।
মরায়-ভরা ধরায়, মরণ! তুমিই শুধু বাঁচো—
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ ॥

জ্ঞান-বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া।
মুক্তিদাতা মরণ! এসো কালবোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মর্‌লো যারা নাও তাদেরে এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে,
তাই শিকল-বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ শরণ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৩২

বাউল

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়ত রে ফল ফলবে না;
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

আসবে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলে কি রইবি থেমে?
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি
হয়ত বাতি জ্বলবে না;
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

শুনে তোমার মুখের বাণী,
আসবে ছুটে বনের প্রাণী,
তবু হয়ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না ;
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

বদ্ধ দুয়ার দেখবি বলে,
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে ?
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয়ত দুয়ার টল্‌বে না ;
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

মাভৈঃ

শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী, মাভৈঃ মাভৈঃ
আমি অভয় ত হ'য়ে গেছি আর ভয় কৈ ।
শোক বিষাদ দুঃখ দৈন্য পাপ তাপের যত সৈন্য
কারেও না করি গণ্য, বৈকুণ্ঠেতে রৈ ।
ও পদ থাকিলে বুকে, হাজার শত্রু আসুক রুখে,
ছাই পড়বে তাদের মুখে, হ'ব জগজ্জয়ী ॥
বিপদ পাহাড়ের মত আসুক না আসবে কত
ঐ পদে হবে হত, ব্রহ্মকবচ ঐ ।

—অজ্ঞাত

৩৪

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীকে গীত গায়ে জা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌমকী,
তো কৌম পর লুটায়ে জা॥

তূঁ শেরে হিন্দ আগে বঢ়্
মরণসে ফির ভী তূঁ ন ডর।
আসমান তক্ উঠাকে সর,
জোশে বতন বঢ়ায়ে জা॥

তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরী স্থনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাঁকমে মিলায়ে জা॥

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী নিশান সম্হালকে।
লাল কিল্লে পর গাড়্কে,
লহরায়ে জা, লহরায়ে জা॥

—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রণ-সংগীত

৩৫

শংকরা—কাওয়ালি

চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান !
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে, সাধ্‌রে সাধ সবে, দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য কে করে মোচন ?
উঠ, জাগ সবে, বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাওরে আনতে, নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে, নব উৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান।
লোক রঞ্জন, লোক গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত ;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান !

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

একলা চল্‌রে

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে।
একলা চল, একলা চল, একলা চলরে ॥

যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ খুলে তোর মনের কথা, একলা বল্‌রে ॥

যদি সবাই ফিরে যায়—(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা,
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলরে ॥

যদি আলো না ধর—(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই।
উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই।

বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই,
আট কোটি প্রাণ, হ'য়ে আগুয়ান, জননী তোদের ডাকিছে ভাই।

দেখ্‌রে দেখ্‌রে যায় রসাতল, জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল,
রাজদ্বারে আর, নাহি প্রতিকার, আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।

নগরে নগরে জ্বালায়ে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুন
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।

আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ, ডাকিছেন সাজরে সাজ,
স্বদেশী সংগ্রামে চাহে আত্মদান 'বন্দে মাতরম্' গাওরে ভাই॥

—অজ্ঞাত

৩৮

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্!
চল্ চল্ চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহা-শ্মশান,
আমরা দানিব নূতন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল।

চল্‌রে নওজোয়ান,
শোন্‌রে পাতিয়া কান,
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে-দুয়ারে
জীবন আহ্বান।

ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্।

ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ,
খোল্‌রে নিদ্-মহল।

কবে সে খেয়ালি বাদশাহী
সেই সে অতীতে আজ চাহি
যাস্ মুসাফির গান গাহি
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাক্‌রে তখ্‌ত-তাউস,
জাগরে, জাগ্ বেহুঁস!
ডুবলিরে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম, গ্রীক, রুশ।

জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ হীনবল !
আমরা গড়িব নূতন করিয়া
ধূলার তাজমহল।
চল্ চল্ চল্।

—নজরুল ইস্‌লাম

৩৯

দুর্গম গিরি-কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘেরিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র ॥'

গিরি সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার॥

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁসিয়ার!

—নজরুল ইস্‌লাম

৪০

জাগে নব ভারতের জনতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

একই স্বপনে-পাওয়া নূতন পথে,
এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে,
আসে নব ভারতের আত্মার সারথি এ কংগ্রেস,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ,

মুক্তির একতারে বাজে সেই বারতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

আমার চলার পথে বাঁশি দিল যে,
আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে,
ভূভারত-অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস,
নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ,
ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

তুমি স্তবধ্বনি শত দেবদেউলের,
শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের,
মহাভারতের তুমি নব হিমালয়,
গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়,
জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা,
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস
নবযুগস্বাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস,
শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস,
নব সুরে নবরঙে কোটিপ্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা,
একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

—'অভ্যুদয়'

৪১

বন্দিনী মা'র পূজিতে চরণ আয়রে চারণদল।
মুক্তি-তোরণ খুলে দেরে আজ ভাঙরে কারাআগল॥
তোদের তপ্ত শোণিত ঢালিয়া চল্‌রে সেনানী চল্‌।
পুড়িয়ে দেরে যত নীচ অবিচার ছিঁড়ে ফেল সে শিকল॥
মাতৃপূজার পূত উপচার সত্য আত্মবল।
এ মহাযাগের হোমশিখা উঠি বিশ্ব হবে উজ্জ্বল,
বিশ্ব হবে শীতল॥

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৪২

জাগো ভারতবাসীরে, কত ঘুমে রবেরে।
বল সবে হ'য়ে এক মন, "বন্দে মাতরম্‌।"
ভাইরে ভাই! জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ মানিরে।
এ দু'য়ে ভক্তি নাই যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ।
ভাইরে ভাই! ভারতের ভাগ্যদোষে ফিরিঙ্গি আইল দেশেরে,
অসার খোসা ভূষি দিয়ে দেশের ধন নিল লুটিয়ে;
অন্নাভাবে মরে প্রজাগণ।
ভাইরে ভাই! হিন্দু আর মুসলমান, এক মায়ের দুইটি সন্তান রে!
একত্র হয়ে সবে, মাতৃপূজা কর ভবে, ধন্য হবে মানব-জীবন।

ভাইরে ভাই! ভারতের সুসন্তান! কর সবে অবধান রে!
বিলাতী লবণ, বিলাতী চিনি অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁইও না ভাই চিনি আর লবণ (বন্দে মাতরম্)।
ভাইরে ভাই! একটি সুপুত্র হ'লে মা সুখী হন ভূমণ্ডলে রে!
ত্রিশকোটি সন্তান যাঁর, আজি কি দুর্দশা তাঁর
দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন।
ভাইরে ভাই! কামার, কুমার, জোলা, তাঁতি
হায়, হায় করে দিবারাতি রে!
ইংরেজী শিক্ষার গুণে, সকলে বিলাতী কিনে,
কি খাইয়া রাখিবে জীবন।
ভাইরে ভাই! মেড়ারে মারিল ঢুষ, সেও ফিরে করে রোষ রে।
আমরা এমন জাতি, খাইয়া ফিরিঙ্গির লাথি,
ধূলা ঝাড়ি' চলে যাই ভবন।
ভাইরে ভাই! দ্বিজ শশিকান্তে কয়, জাগ সবে এ সময় রে!
পূজিতে মায়ের চরণ, না করিলে প্রাণপণ,
কাজ কি রেখে এ ছার জীবন? (বন্দে মাতরম্)
—শশিকান্ত

৪৩

ব্যাঙের সুর

একবার জাগো, জাগো, জাগো, যত ভারত-সন্তান রে!
লোহিত বরণে পূরব গগনে, উদিত তরুণ তপন রে!

জাগিল চীন, জাগিল জাপান, নবীন আলোকে রে!
কাল ঘুম-ঘোর ভাঙ্গিবে না তোর অলস ভারত রে!
ছিলে রাজরানী বীর-প্রসবিনী, প্রতাপ-জননী রে!
(আজি) পর পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা, দীনা কাঙ্গালিনী সে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে সোনার ভারত রে!
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার কিছু নয় রে!
নবীন প্রভাতে, নবীন প্রাণে, নবীন তপনে রে!
কোটি কণ্ঠস্বরে, গাও উচ্চৈঃস্বরে বন্দে মাতরম্ রে!
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগ অবনী, হবে প্রতিধ্বনি রে!
শত-বরষের অলস পরাণ, জাগিবে জাগিবে রে !

—রায়চরণ বিশ্বাস

৪৪

খাম্বাজ—লক্ষ্নৌ ঠুংরি

না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনি,
হও 'বীর জায়া, বীর প্রসবিনী।'
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি,
বীর-গুণ-গাথা, বিক্রম-কাহিনী,

স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও, জননি,
বীর-গর্বে তার নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।

-দ্বারকানাথ

৪৫

জাগো, জাগো, জাগো, জাগো পুরবাসী,
হ'ল আজি অবসান ঘোর দুঃখ-নিশি!
দীপ্ত কিরণে আজি ঐ হের জ্বলে,
স্বাধীনতা-সূর্য ভারত-ভালে।
আর কেন শয্যায়, সাজ বীর-সজ্জায়,
স্বদেশে শাসক তোর আজিও বিদেশী।
চল্লিশ কোটি মোরা সন্তান থাকিতে।
মা মোদের বন্দিনী বিদেশীর কারাতে।
ঘোরতর লজ্জা এ হতে কি আছে আর,
আপন দেশেতে মোরা চির পরবাসী!

—অজ্ঞাত

৪৬

আমরা গাব সবে বন্দে মাতরম্।
মরলে পরে অমর হ'ব পাব স্বর্গ অনুপম।

ছিনু ঘুম-ঘোরে, সুখ-শয়নে, কে যেন ও সুধা ঢালিল কানে,
অমনি মরমে পশিল, জাগাইয়া তুলিল
ঘুচাইল চির ভ্রম !
যে মধুর নাম পেয়েছি সবে, গাব যতদিন রহিব ভবে,
তোমাদের আর বে-আইনি হুকুম নাহি মানি,
চোখ-রাঙানি ডরাই কম !
ভেবেছো কি লাঠির ঘায় "মা" বলা মোদের ভুলাবি হায় !
তোদের এ বৃথা যাতনা, তা কভু হবে না
যতক্ষণ মোদের থাকে দম্ ।

—অজ্ঞাত

৪৭

সিন্ধু কাওয়ালি

আমায় বলো না গাহিতে বলো না !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা !
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক ফাটা দুঃখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম বেদনা !

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি!
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ;
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী
এখনও অমৃত-বাহিনী।

প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী ॥

বল, বল, বল সবে ইত্যাদি।

বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি

বল, বল, বল সবে ইত্যাদি।

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক, নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।

ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে ॥

বল, বল, বল সবে ইত্যাদি।

মোদের এদেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষিরাজ-কুল জন্মেনি মিছে ;

ছুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে ॥
বল, বল, বল সবে ইত্যাদি।
এস হে কৃষক কুটির নিবাসী,
এস অনার্য গিরি-বন-বাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিলহে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান,
মিলহে মায়ের চরণে ॥
বল, বল, বল সবে ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ সেন

৪৯

শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূতনাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত

আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর-পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই বস্ত্র, এই বর্ম, এই আমাদের মুক্তি-পথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

—স্বর্ণকুমারী দেবী

৫০

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান।
(তাই) মরম বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বারবার,—
'সুখী কেবা আর মোদের সমান?'
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,

তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান।
শোষণে শূন্য কমলা ভাণ্ডার
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা, অপরাধ তার,
হায় হায় একি কঠোর বিধান!
না জানি জননি! কতদিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার।
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

৫১

জয় জয়ন্তি

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু এ প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল,
তোমারি কার্য সাধিবে,

যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন,
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি! শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না;
তবু ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে,
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিবাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননি! যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান,
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

গৎভাঙ্গা সুর

আবার বা'জাত মোহন-বাঁশরী যমুনা বুঝি বা বহিত উজান!
আবার তুলিত কুঞ্জ-বিপিনে বুঝি বা বিহগী মধুর তান।
উঠিত ফুলিয়া ভারত-রক্ত, নাচিত গরবে জননী-ভক্ত,
বাহু প্রসারণে হইত শক্ত, লইত আপন করম ভার;
ঢালিত প্রকৃতি প্রাণ-প্রবাহে শান্তি-সরস অজেয় প্রাণ।
হইত মায়ের করুণা-পাত্র, লভিত আপন করম ক্ষেত্র।

ধরিত বাহুতে করম-সূত্র, দিত অনায়াসে আপন প্রাণ!
উঠিত আবার নিন্দুক-মুখে জয়-সুখাবহ সুযশ গান।
সে নীল গগন সুধা বরষিত, সে বিধু তারকা গরবে হাসিত,
বিজয়-পতাকা মলয়ে খেলিত, শিখরী বহিত শোণিত ধার,
খেলিত চপলা কুলিশ বরষি, রাখিত ভারত গরব মান।

—মুকুন্দ দাসের মাতৃপূজা

৫৩

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

কত কাল পরে বল ভারত রে! দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে, পর দাসখতে সমুদায় দিলে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে, পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।

তুমি অন্ধ হয়ে, পরস্বর্গ সুখে, তুমি আজও দুঃখে, কালও দুঃখে!
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে!
পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে, বহ লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে।
পর ভীষণ আসন, আনন রে, পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।

পর দীপ শিখা, নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন, শোধ শিরে, হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাত খুড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে, পুঁজিপাত নিলে ঘুটিয়ে লুটিয়ে।
লভিয়ে বলবুদ্ধি, পরের বসে, হত জীবন চা অহিফেন চষে।

শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে, উপযুক্ত হল পর সেবা লেগে।
হলো চাকরি সার, যথায় তথায়, অপমান সদাই কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে, পর দাস দশায় বধিব সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা, সমসিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।

বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে, পরমাদ হিরেহতবোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে, অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে না সহে, এ কলঙ্ক দুঃখ, পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে, তুষিতে কুলশীল স্বধর্ম দিলে।

পর বেশ নিলে পরদেশ গেলে, তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে।
মন চায় কথায় কৌপিন পরি, তব দুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি!
শিখিলে পর শিক্ষিত জ্ঞান যত, কিছু না, কিছু না, শুধু বাক্য গত।
কহিতে বুক চায়, দুভাগ হ'তে, নয়নে উথলে জল-স্রোত শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে, সহিতেছ নিরন্তর ঘাট পথে।
তব নির্ভর নিত্য পরের করে, অশনে বসনে গমনের তরে।
মিলি কার্য করে, পশু কীটগণে, তব যুদ্ধ কচায়ন ভ্রাতৃগণে।
যদি দেয় পরে স্বরগের সুখে, তব শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে।
বন বর্বরও স্ববসত্ব খুঁজে, তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।
তব আশ কিসে? তুমি নাশ তরে, হয় এর করে, নয় ওর করে।

অহ! যেদিকে আঁখি পড়ে ফিরিতে, নিরক্ষে শুধু পঞ্জর চারিভিতে।
কি হলে, কি হলো শূরবাসীজনে, উনমত্ত সুরা রসনে ব্যসনে।
র'লো কাগজ সার ধনীর ঘরে, সুদবৃত্তি হলো দিনপাত তরে।
যত ক্ষত্রকুল দরবান হ'লো দ্বিজপচক ঘোটকরান হ'লো।

সব জ্ঞান রলো পুঁথি পদতলে হ'লো পল্লব গ্রাহক বিজ্ঞদলে।
র'লো ধর্ম কি, ভক্ষ অভক্ষ নিয়ে, তমজালে বিকীর্ণ সুদিন হিয়ে।

অলসে অবশে পরগ্রাস রসে ক্রমে দীন দশা দিবসে দিবসে।
হয় লাজ মনে গত আর্য সনে গণিতে যত এ সব হীন জনে।
ছি! ছি। আজি এ কুৎসিত বেশ পরে কি সুখে সকলে ঘুম যাও ঘরে।
ধর প্রতি মনে যদি দেশ বলে ভাসরে সকলে, ভাস অশ্রুজলে।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

৫৪

বেহাগ

কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে
এস কে কেঁদেছ নীরবে ;
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল ;
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল, সবল সে কি ভাবিবে।
জাননা রে মূঢ় জননী তোমার
পুরাকাল হতে কি শক্তির আধার ;
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুংকার
নয়নে বিজলী খেলিবে।

ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি এখনও কি ভাই
মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই ;
হিন্দু মুসলমান এস সবে যাই
মা যে ঐ ডাকিছেন সবে !
কে আছ আজিও পরপদ-সেবী
এস উঠে এস মার পুত্র সবই ;
বহে একই রক্ত ধমনী ভিতর
একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে।
কে আছ বিপদে না করি দৃকপাত
মৃত্যু, নির্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত,
খণ্ড খণ্ড হয়ে, মার মুখ চেয়ে,
এস কে সহিতে পারিবে।
এস শীঘ্রগতি বেলা বয়ে যায়
এনেছে জাপান উষা এসিয়ায়,
মধ্যাহ্ন গরিমা, নবীন ভারতে
আসিবে, নিশ্চয় আসিবে।

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

৫৫

জাগ্রত ভগবান

দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত, আজি সব জন পশ্চাতে ;
লউক বিশ্ব কর্মভার, মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে !

বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,—
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্বীর্য বাহু কর্মকীর্তিহীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,—
জাগ্রত ভগবান হে !

নূতন যুগ-সূর্য-উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির অঙ্গন ভরি মিলিল সব যাত্রী।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নব সমাজ মাঝে,
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে !

জনগণ-পথ তব জয় রথচক্র মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌-দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস রুদ্ধ চিত্ত ভাব, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি মৌন কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে!

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

গৌরী—মধ্যমান

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান;

ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করোনা, করোনা তার অপমান।

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী
যমুনা নর্মদা, সিন্ধু বেগমান ;
ওই আরাবল্লী, তুংগ হিমগিরি ;—
করোনা, করোনা তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি মেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দী-ঘাট আজো বর্তমান।
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?
করোনা ; করোনা তার অপমান।

এ অমরাবতী, প্রতি পদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত সন্তান ;
দেবের পদাংক আজিও অংকিত,—
করোনা, করোনা তার অপমান।

আজো বুদ্ধ-আত্মা, প্রতাপের ছায়া,—
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—
করোনা, করোনা তার অপমান।

-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫৭

ভৈরবী—মিশ্র ঠুংরি

সোনার স্বপন মোহে ভুলিও না, ভাই! সাধনা!
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা,
আশ্বাস ঢাকা ছলনা।
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে কার করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা;
ওরা বুঝিল কি তব ধর্মকাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ;
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চুরে, সকল সঞ্চিত কামনা।
ওরা মোদের দৈন্যে করি' পরিহাস, কেড়ে নিতে চায়
মুখের গ্রাস;
তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি;
পরের চরণ না করি লেহন, কর আপনার মায়েরে ভক্তি;
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নব জীবন নব বঙ্গে;
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয়-বাজনা!

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

৫৮

"আপন বুঝে চল এই বেলা" সুর

সোনার ভারত হ'লরে শ্মশান?
(এমন) সাধের মেলা ভেঙ্গে গেল গো—
শুকাল সাজান বাগান!

এখন মিছে বলি মা,
মায়ের তরে মায়া-থাক্‌লে এমন হ'ত না,
মা বোল কেবল শখের বুলি গো—
বুকে বাঁধা নিরেট পাষাণ।

আর বল্‌ব কিরে ভাই ?
সুখের বাজার পুড়ে গেছে, পড়ে আছে ছাই
(দারুণ) প্রাণের ব্যথা কারে জানাই গো—
মনের দুঃখে ফাটে প্রাণ !

হায় ভারতে শুধু
দিবা নিশি ভস্মরাশি করিছে ধূ ধূ।
(এমন) স্বর্গ জিনি অতুল শোভা গো—
সবই আজি অবসান।

আজ শ্মশানের পরে,
মড়ার মাথা খুঁজে বেড়ায় শৃগাল কুকুরে ?
এসে শকুনি চিল বাঁধলো বাসা গো—
(হেথা) প্রেত পিশাচের হলো স্থান।

(ও ভাই) কথার কথা নয়,
মাতৃপূজা আত্মবলি শক্ত অতিশয়
(নইলে) মনের শক্তি প্রাণের ভক্তি গো—
হয়না পূজা সমাধান।

আর ভয় করিস্‌নে ভাই,
মায়ের কাজে জগৎমাঝে
কোন চিন্তা নাই,
সকল বিপদ বাধা কেটে যাবে গো—
আছেন শিরে ভগবান্‌।

—রামচন্দ্র দাশগুপ্ত

৫৯

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়;—
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি?
পরের পণ্যে, গোরাসৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মাভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে, কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়!
এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎভরা জয়!
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়।

এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস, এই যে বাড়ী,
এই যে থানা, জেহেলখানা—এই যে বিচারালয়,
লাট, ছোটলাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে? এদেশ তোমার নয়।
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়;
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চে, তাদের নীচে তাদের বলে ব্যয়;
একশ' রকম টেক্স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কেবা,
গাধার কাছে বাঁধার বল, বাঘের কবে ভয়?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে? এদেশ তোমার নয়।
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বল্‌তে পারে
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?

* * * *

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ, কানা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা, পাংখাকুলী—পীলা ফাটার ভয়।
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়?
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।

যাহার লাঠি তাহার মাটি চিরদিনের কথা খাঁটী,
এত নহে চা'র পেয়ালা, চুমুক দিলে জয়।
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে,
ঘুষির বদল খুসি করে—সেলাম মহাশয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।
সোনার বাংলা, সোনার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আস্‌বে কোলে এই কি মনে লয়?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়।
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়।
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের ব্যাংকে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোরাই কুলী 'তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি'
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়।

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।
কিসের বা তোর নেপাল, ভূটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়।
ওই যে ওদের "কাটামুণ্ড" সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হাঁ করিয়ে রয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।

করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয় ;

* * * *

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয়।
যখন বাদ্‌সা মুসলমান, তখন তাদের "হিন্দুস্থান",
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে' এখন কেড়ে লয়।
অযোধ্যা কই—'আউধ' এযে, দাক্ষিণাত্য—ডেকান সে যে,
'সিলোনে' গিলিছে লংকা—মুক্তা মণিময়।
ডমাউন আর ডিউগোয়া, চুনি পান্না সোনার মোয়া,
যায়না তাদের ধরা ছোঁয়া কে দেয় পরিচয় ?

বারণাবত ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
দিল্লীর পরে 'ডীল্লী' হলো, আরো বা কি হয়।
স্বদেশ বলে কর্লে দাবী, আর কি তোরা এদেশ পাবি ?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির-হর্ষ-ময় !

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয়।
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ, কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য, অসীম ধৈর্য,
কই সে উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
কোথায় অসীম শৌর্যে বীর্যে অসুর পরাজয় ?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয় !

প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটী কোটী লক্ষে লক্ষে,
কই বা তাদের, দেশভক্তির দুর্গ সমুদয় ?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক, দর্শনে তার শত্রু কুলক্ষয় !
লোহার চেয়ে মহাশক্ত ভক্তবীরের মাংসরক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি' তাইতে তারা দৈত্য নাশি'
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয় !
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

—গোবিন্দ দাস

৬০

ঝাণ্ডা—উত্তোলন

ঝাণ্ডা উঁচা রহে হমারা।
বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা,
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

সদা শক্তি বর সানে বালা,
প্রেম-সুধা সরসানে বালা,
বীরোঁকো হরষানে বালা
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

স্বতন্ত্রাকে ভীষণ রণমেঁ,
লখ কর বঢ়ে জোশ ক্ষণ-ক্ষণমেঁ,
কাঁপে শত্রু দেখ্ কর মনমেঁ
মিট জায়ে ভয় সংকট সারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

ইস্ ঝণ্ডেকে নীচে নির্ভয়,
লেঁ স্বরাজ্য ইহ অবিচল নিশ্চয়,
বোলো 'ভারত মাতাকী জয়',
স্বতন্ত্রতা হো ধ্যেয় হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

আও প্যারে বীরোঁ আও,
দেশধর্ম পর বলি বলি জাও,
একসাথ সব মিলকর গাও,
প্যারা ভারত দেশ হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

ইস্‌কী শান্ ন জানে পাবে,
চাহে জান ভলে হী জাবে,
বিশ্ব বিজয় করকে দিখলাবে,
তব হোবে পণ পূর্ণ হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

-অজ্ঞাত

৬১

ঝণ্ডা—বন্দন

এক হমারা উঁচা ঝণ্ডা, এক হমারা দেশ।
ইস্ ঝণ্ডেকে নীচে নিশ্চিত এক অমিট উদ্দেশ
হমারা এক অমিট উদ্দেশ॥
দেখা জাগৃতিকে প্রভাতমেঁ এক স্বতন্ত্র প্রকাশ;
ফৈলাহৈ সব ওর এক সাথ এক অতুল উল্লাস।
কোটি কোটি কণ্ঠোঁমেঁ কুজিত এক বিজয় বিশ্বাস;
মুক্ত পবনমেঁ উড়্ উঠনেকা এক অমর অভিলাষ।
সবকা সুহিত, সুমঙ্গল সব্‌কা নহিঁ বৈর বিদ্বেষ;
এক হমারা উঁচা ঝণ্ডা, এক হমারা দেশ।
কিত্‌নে বীরোঁণে কর করকে প্রাণোঁকা বলিদান,
মর্‌তে মর্‌তে ভী গায়া হৈ ইস্ ঝণ্ডেকা গান।
রখেঁগে উঁচে উঠ হম ভী অক্ষয় ইস্‌কী আন্
চখেঁগে ইস্‌কী ছায়ামেঁ রস-বিষ এক সমান।
এক হমারী সুখসুবিধা হৈ, এক হমারা ক্লেশ;
এক হমারা উঁচা ঝণ্ডা, এক হমারা দেশ।
মাতৃভূমিকী মানবতা কা জাগৃতি জয় জয়কার,
ফহর উঠে উঁচেমে উঁচা য়হ অবিরোধ উদার।
সাহস, অভয় ঔর পৌরুষকা য়হ সজীব সংস্কার,
লহর উঠে জন জনকে মনমেঁ সত্য অহিংসা প্যার

অগণিত ধারাওঁকা সংগম মিলন-তীর্থ সন্দেশ,
এক হমারা উঁচা ঝণ্ডা, এক হমারা দেশ—
শুনে সব এক হমারা দেশ!

—সিয়ারাম সরণ গুপ্ত

৬২

ঝণ্ডা—অবতরণ

রাষ্ট্র গগনকী দিব্যজ্যোতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমঃ নমঃ।
ভারত জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমঃ নমঃ॥
করমে লে কর ইসে সুরমা কোটী কোটী ভারত সন্তান।
হস্তে হস্তে মাতৃভূমিকা চরণোঁপর হোংগে বলিদান॥
হো ঘোষিত নির্ভীক বিশ্বমে তরল তিরঙ্গা নবল নিশান
বীরহৃদয় খিল উঠে মারলে ভারতীয় ক্ষণমে মৈদান॥
হো নশ্ নশ্মে ব্যাপ্ত চরিত স্থরমা শিবিকা নমঃ নমঃ।
ভারত জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমঃ নমঃ॥

নবযুবকোঁ স্বাতন্ত্র সমরমে, নবজীবন সঞ্চার করো,
শস্ত্র অহিংসাসে দলকর দাসতা, জগ্‌কো ক্ষার করো।
ক্রান্তি শান্তি যুগমে হে বীরোঁ জীবন সুমন নিশার করো,
উঁচে স্বরসে এক সাত জননীকী জয় জয়কার করো।
শক্তি দেখকর শত্রু শিবির মেঁ মচে সনাকা নমঃ নমঃ।
ভারত জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমঃ নমঃ॥

উচ্চ হিমালয় কী চোটীপর জাকর ইসে উড়ায়েংগে।
বিশ্ব-বিজয়িনী রাষ্ট্রপতাকাকা গৌরব ফহরায়েংগে॥
সমরাংগনমেঁ লাল লাড়লে লাখোঁ লাখোঁ বলি জায়েংগে
সবসে উঁচা রহেন ইস্‌কো নীচে কভী ন ঝুকায়েংগে॥
গুঞ্জে স্বরসংসার সিন্ধুমেঁ স্বতন্ত্রাকী নমঃ নমঃ।
ভারত জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমঃ নমঃ॥

—অজ্ঞাত

৬৩

প্রভাত ফের্‌ী

গৃহে গৃহে আজি দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়ায়ে হাঁক দিয়ে বল,
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই,
জয় গাহ আজি দেশ মাতার
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার
জ্বালাও মুক্তি কামনার আলো
হৃদয়ে জ্বালাও সুর দিয়ে বল,
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
জোর করে বল আপোষ নাই, আপোষ নাই
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
মৃত্যুপণ জীবনপণ হয় বিজয় নয় মরণ

দিগ্‌দিগন্তে ঝড় তুফানে অন্ধ আঁধার ঘনায় ঐ
বল মাভৈঃ বল মাভৈঃ হে সৈনিক নিশান কৈ ।

—অজ্ঞাত

৬৪

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে,
আয়রে ছুটে, টান্‌তে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনমতে।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,
সে সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্ত কায়া,
টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া
চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে।

ঐ যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুল্‌ছে নাকি প্রাণ
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?

আকাংখা তোর বন্যা বেগের মতো
ছুটছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে !

—অজ্ঞাত

৬৫

সংকীর্তন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায়
তুলে নেরে ভাই !
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী
আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের অপার
স্নেহ দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে অই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই, ও দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু তাই বেচে, কাঁচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে, এই
প্রতিজ্ঞা করবো ভাই !
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরে জিনিস পাই।

—রজনীকান্ত সেন

৬৬

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে,
গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কারে ধ'রে রাখে ॥

যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানেনা কে ॥

মান অপমান গেছে ঘুচে
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে

কত দিনের সাধন ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

রে তাঁতি ভাই, একটা কথা
মন লাগিয়ে শুনিস্ ;
ঘরের তাঁত যে ক'টা আছে রে,
তোরা স্ত্রীপুরুষে বুনিস্ ।
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে বসে ক'সে মাকু চালা
ওদের কলের কাপড় বিশ হবেরে
না হয় তোদের হবে উনিশ ।
তোদের সেই পুরানো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে
আমরা মাথায় করে নিয়ে যাবরে
টাকা ঘরে বসে গুনিস্ ।

—রজনীকান্ত সেন

৬৮

বেহাগ—ঢিমে তেতালা

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান ।

নন্দন কাননে কিবা শোভাহার
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান্

এদেহ তোমার তারি মাটি হ'তে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে,
ভবলীলা যবে হবে অবসান।

পিতামহদের অস্থি মজ্জা যত
লিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হ'তে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান

কংস কারাগারে দৈবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ শৃংখলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।

প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।

—হরিদাস হালদার

৬৯

এই শিকল-পরা ছল, মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥

তোদের অন্ধকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়।
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয় ॥
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্বগ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ
এবার আনব মাভৈঃ বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল ॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
সেযে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৭০

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই,
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।
ওরা ভাংতে যতই চাবে জোরে,
গড়বো ততই দ্বিগুণ ক'রে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে,
ওরে, ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
জেগে আসেন জগৎ-প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই,
ধূলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

তোমরা ও আমরা

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান্
তুমি কি এম্‌নি শক্তিমান।
আমাদের ভাংগাগড়া তোমার হাতে, এতই অভিমান
তোমাদের এতই অভিমান!
চিরদিন টান্‌বে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে,
এত বল নাইরে তোমার, সবেনা সে টান,
তোমাদের সবেনা সে টান।
শাসনে যতই ঘেরে আছে বল' দুর্বলেরো,
হও না কেন যতই বড়, আছেন ভগবান্
আমাদের আছেন ভগবান্!
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হবে, ডুব্‌বে তরীখান্
তোদের ডুব্‌বে তরীখান্!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

ন্যায়ের দণ্ড

সাবধান! সাবধান!!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান॥

ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ঈরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুংকারে তাঁর গভীর মন্দ্র, কাঁপায় মেদিনী তারকা চন্দ্র
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান॥
বিশ্ব জুড়িয়া বিরাট দেহ, ভাবিছ বুঝি বা পালাইবে কেহ
এখনো চরণে শরণ লহ, নতুবা নাহি রে পরিত্রাণ॥

—মুকুন্দ দাস

৭৩

একই সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি প্রাণ
একই কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়
আমরা ডরিব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
টুটেত টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন,
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

চাই স্বাধীনতা, সাম্য চাই,
গাহ দিকে দিকে চারণ দল,
পীড়িত দলিত বন্দী নর,
সবলে দুহাতে ভাঙো শিকল।

মুক্তির কভু নাই মরণ,
কোটি-হিয়া-তলে তার আসন,
সাম্যের জয় চিরন্তন,
এই বিশ্বাসে রহ অটল।

শুভ্র পতাকা ফেলিয়া দাও,
ঊর্দ্ধে উড়াও লাল নিশান,
শান্তির কথা ভুলিয়া যাও,
প্রলয়-নাচন নাচে ঈশান।

মরণ-পথের-পথিক বীর,
ভীরুরা থাকুক আঁকড়ি তীর,
তুমি বিদ্রোহী, তুমি অধীর,
দিকে দিকে জ্বাল কাল অনল।

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৭৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৬

খাম্বাজ—কাহারবা

রাম রহিম না জুদা কর (ভাই), মনটা খাঁটি রাখজী;
দেশের কথা ভাব ভাইরে। দেশ আমাদের মাতাজী।
হিন্দু মুসলমান, এক মায়ের সন্তান, তফাৎ কেন করজী।
দুই ভাইয়ে দু'ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি।
কাপড়, জুতা, লবণ, চিনি, ছুরি, কাঁচি, বিলাতী।
(মোদের) ভাইরা সকল পায়না খেতে, জোলা কামার আর তাঁতি
টাকায় ছিল মণেক চাল ভাই। এখন বিকায় পসুরি।
এর পরে ভাই, হ'তে বাকি গাছের তলে বসতি।

দেশের দিকে চাও ফিরে, (ভাই) দেশ লুটিছে বিদেশী।
মোদের টাকা নিয়ে দেয় রে চাবুক, চাপড়, কীল, ঘুঁসি।

—অজ্ঞাত

৭৭

মিশ্ররাগিণী—একতালা

হিন্দু মুসলমান, হ'য়ে একপ্রাণ,
এস পূজি মার চরণ দুখানি।
মর্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা,
আমাদের দোষে আজ কাংগালিনী।
মাতৃ-সেবা মহা পুণ্যেরি অভাবে,
কি দুর্গতি আজ দেখ ভাই ভেবে,
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা,
অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী।
বর্ষ শস্যে হয় ত্রিবর্ষ যাপন,
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ পীড়ন,
কারে বা বলিব, কে বুঝে বেদন,
কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী।
উঠ উঠ ভাই, থেকনা অলসে,
মাতৃসেবা ব্রত লহরে হরষে;
মার আশীর্বাদে, র'ব নিরাপদে,
সম্পদে বিপদে কর মা, মা ধ্বনি।

ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন,
"একতা, সংযম" অতি প্রয়োজন,
"স্বদেশ বাণিজ্যে উন্নতি সাধন"
ভুলনা একথা মূল মন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবন যাপন,
প্রতিজনে কর প্রতিজ্ঞা এখন,
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে,
স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।
"হুজুকে বাংগালী" বলে সবজন,
এ কলংক ভাই করহ মোচন ;
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"
কার্যে পরিণত কর সিদ্ধ বাণী।
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর,
পূজ ভক্তিভরে জুড়ি দুই কর ;
মা প্রসন্না হ'লে কিসে আর ডর
আদ্যাশক্তি মাতা অসুর-ঘাতিনী।

-দেবেন্দ্রনাথ

৭৮

মুক্তি মোদের পরাণ বঁধু, বন্দীশালা—বাসর ঘর।
মরণ মোদের পিয়ার মধু, কামান শোনায় বাঁশীর স্বর॥
স্বাধীনতার প্রেমে পাগল, তাই ভেঙেছি ঘরের আগল।
আপন বুকের রক্তে রাঙা, মোদের মাথায় লাল টোপর॥

অমূল্য ধন মুক্তি রতন, বাইরে কোথায় খুঁজিস্ তায় ?
দুঃখের বুকে সৃষ্টি তাহার, বন্দীশালার কারখানায় ॥
ভালো তারে বাস্‌লো যে জন, ব্যথায় তাহার ভরলো জীবন,
দৈন্য হোলো সাথের সাথী, সঙ্গী হোলো প্রলয় ঝড় ॥

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৭৯

মিলন গান

ভাই হ'য়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান !
(সেদিন) দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা-গাঙে ডাক্‌বে বান ॥
(তোরা) স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস্‌রে মান।
(তাই) কল্‌জে চুয়ে গল্‌ছে রক্ত দল্‌ছে পায়ে ডল্‌ছে কান ॥
(যত) মাদী তোরা—বাঁদী বাচ্চা দাস-মহলের খাস গোলাম।
(হায়) মাকে খুঁজিস্ ? চাকরানী সে, জেলখানাতে ভান্‌ছে ধান ॥
(মা'র) বন্ধ ঘরে কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হ'ল দুই নয়ান।
(তোরা) শুনতে পেয়েও শুন্‌লিনে তা, মাতৃহন্তা কুসন্তান ॥
(ওরে) তোরা করিস্ লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু-ডাকাত লুঠছে ধান !
(তাই) গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান ॥
(ছিলি·) সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসাযুদ্ধে আজকে এমনি ক্ষিন্নপ্রাণ।
(তোদের) মুখের গ্রাস ঐ গিল্‌ছে শিয়াল তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ ॥
(তোরা) কলুর-বলদ টানিস্ ঘানি গলদ কোথায় নাইক জ্ঞান।
(শুধু) প'ড়ছ কেতাব নিচ্ছ খেতাব, নিমক-হারাম বে-ইমান ॥

(তোরা) বাঁদর ডেকে মান্‌লি সালিশ ভাইকে দিতে ফাট্‌ল প্রাণ।
(এখন) সালিশ-নিজেই 'খা ডালাসব' বোকা তোদের এই দেখান ॥
(তোরা) পেটের কুকুর দু'কান-কাটা মান অপমান নাইক জ্ঞান।
(তাই) যে জুতোতে মার্‌ছে গুঁতো করছো তাতেই তৈল দান ॥
(তোরা) নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্‌ বুদ্ধিমান।
(তোদের) কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান ॥
(শুনি) আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার
চেয়েও হীন তোদের প্রাণ।
(তাই) তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দুস্থান ॥
(তোদের) হাড় খেয়েছে, মাস খেয়েছে (এখন)
চামড়াতে দেয় হেঁচকা টান।
(আজ) বিশ্বভুবন ডুকরে ওঠে দেখে তোদের অসম্মান ॥
(আজ) সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান।
(তোরা) বিশ্বে যে তাঁর রাখিস্‌নে ঠাঁই কানা গরুর ভিন্‌ বাথান ॥
(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ী-ছেঁড়া
মায়ের পেটের-ভায়ের টান ॥
(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি,
পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্রবিষাণ (আর)
ঝড়-তুফানের লাল নিশান ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৮০

খাম্বাজ—পোস্তা

(বারে বারে যতই দুঃখ—সুর)

শ্মশান'ত ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এজগতে কোথা পেলি ?
দেখ্ সে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গেভঙ্গে করে কেলি।
ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয়না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা
দেখবে জগৎ নয়ন মেলি।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

৮১

হবে জয়

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়রে
ওহে বীর হে নির্ভয়।

জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ীর আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম
জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয় হবে ক্ষয়রে,
ওহে বীর হে নির্ভয়!
ছাড়ো ঘুম মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণালোক
হোক্ অভ্যুদয়রে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

ভীরু আছে, তাই গর্বে দুলিছে
অত্যাচারীর জয়-নিশান।
ক্লৈব্য রয়েছে, অন্যায় তাই
নিঃস্বের করে রক্তপান॥
দুঃখের ভয়ে কাঁপি সদাই
শৃংখলে আজি বন্দী তাই।
জীবনেরে বড়ো ভালোবাসি ব'লে
শয়তান এত শক্তিমান॥

আকাশ-বিদারী বজ্রকণ্ঠে
গর্জিয়া বলোরে অন্যায়।
মরে যাবো তবু মস্তক কভু
নত করিবনা তোমার পায়॥
দেখিবে নূতন অরুণোদয়
রাঙিয়া তুলিবে দিগ্বলয়!
মৃত্যুর পাশ ছিন্ন করিয়া
জাগিয়া উঠিবে দৃপ্তপ্রাণ॥

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৮৩

আমরা চাই না তব শিক্ষা—
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা।
(এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রে)
(এই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে)
(যা'র বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে)
ঘুম-পাড়ানো এই মন্ত্র, ভাব-তাড়ানো এই তন্ত্র,
বল-ভাংগানো এই মন্ত্র—
(আমরা চাইনা চাইনা হে), এ যে শিক্ষা নয় শুধু ভিক্ষা।
(আমরা) শিখিব আপন শাস্ত্র, পরিব নিজেরি বস্ত্র,
ধরিব আত্ম-অস্ত্র—করিতে আপন রক্ষা।

—সুন্দরীমোহন দাস

৮৪

বিভাস—একতালা

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শংকাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে!
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী।
ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবে ছিলাম দুঃখিনী মা,
আছে ভাংগা ঘরে একলা পড়ে, দুঃখের বুঝি নাইক সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
ওগো মা—তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী;
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে, হৃদয় হরণী।
ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

আমি মরণ আজিকে বরণ করির, শরণ তবু না চাই,
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি, অশ্রু তাহাতে নাই,
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে
লাঞ্ছনা সুখে বহিব,
শরণ কভু না মাগিব।
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর, সহায় চাহি না দৈব,
বিপদ বরেছি, সম্পদ ফেলি, অশনি মাথায় লইব,
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
যন্ত্রণা তাহে নাই,
বজ্র ধরিতে চাই!
আজি বিশ্বে কারেও করিনাক' ভয়, ভয়েরে করেছি জয়,
শাসন বাঁধন কিছুই মানি না, ঝঞ্ঝা প্রলয় লয়,
শয়ন শিয়রে কৃপাণ ঝুলিয়ে
মরণ নিঃসংশয়,
কারেও করি না ভয়।

—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬

আর আমরা পরের মাকে

আর আমরা পরের মাকে, মা বলে ডাকব না।
জয় জননী জন্মভূমি তোমার চরণ ছাড়ব না॥

ফিরিব না আর দ্বারে দ্বারে, ভাসব না আর নয়ন নীরে,
কি সুধা তোর হৃদয়-ক্ষীরে, জীবনে মা ভুলব না।
কি করুণা, কি মহিমা, কি অতুল মধুরিমা,
সুজলা সুফলা শ্যামা—এমন মা আর পাব না॥

(ভূষণ দাস—মাতৃপূজা)

৮৭

জগন্নাথের রথ যাত্রা

আবার লইয়ে রথ, উজলিয়ে এ ভারত,
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ হে বনমালি,
কোথায় সে অর্জুন তব সাথ ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজ কপি,
শুনি না সে ভীষণ চিৎকার,
শত্রুর শোণিত-মাখা, কোথা সে রথের চাকা,
মেদ মজ্জা ক্লেদ চিহ্ন তার ?
কোথা সেই শংখ রব, স্তিমিত স্তম্ভিত সব,
দিগন্ত ভাংগিয়া কই ছুটে,
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু, লৌহময় ভীমতনু,
অর্জুনের বজ্র করপুটে ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর
সহদেব কোথা সে নকুল ?

আজিও অজ্ঞাত বাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাংগে নাই ভুল ?
আজিও কি শমী গাছে, সে ধনুক বাঁধা আছে,
বর্ম চর্ম গদা অসি পাশ,
আজিও কি শবরূপে, রয়েছে সমাধি স্তূপে,
মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ?
কল্পনা আশার নেত্রে, এ পুণ্য ভারত ক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র চেয়ে আছে আজি,
বাধিল ভীষণ রণ, কৌরব পাণ্ডবগণ,
দুই দিকে দুই দল সাজি।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়,
কেন সে হয় না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিতে কত আর ?
সৈরিন্ধ্রী ভারত রাণী, হায় কি কলংক গ্লানি,
কীচক করিছে অপমান,
পাপিষ্ঠে হরিছে বস্ত্র, পাণ্ডব নিঃস্ব নিরস্ত্র,
নাহি হয় তেজে আগুয়ান।
দেও গীতা উপদেশ, আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার,
জাগুক অর্জুন শত, লইয়া স্বদেশ ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্বার !

বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ভারত করিয়া ধন্য,
লইয়া এস হে সব্যসাচী
তুমি হে সারথি যার, নিশ্চয় বিজয় তার,
তবপানে তাই চেয়ে আছি।

—গোবিন্দ দাস

৮৮

উন্নতি উন্নতি উল্লাস ভারতী

"উন্নতি, উন্নতি"—উল্লাস-ভারতী
কেন দিবারাতি বলরে।
কিসের উন্নতি ? দেশের দুর্গতি,—
দেখে শুনে তবু ভোলরে।
বটে জলে স্থলে, ভারত মণ্ডলে,
যেন মন্ত্রবলে, ধোঁয়া যন্ত্র চলে,
একই দিবসে কাশী যাও চলে,
তাই কি উল্লাসে গলরে ?
চঞ্চলা-দামিনী বিমান-চারিণী
তব বার্তা বহে আসিয়া অবনী,
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী ;—
তাই কি বিস্ময়ে টলরে ?

কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার,—
এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কেবা তার ?
সত্ব অধিকার তাহে কি তোমার ?
মিছে আশা-দোলে দোলরে ?
নদী সিন্ধুনীরে পোত থরে থরে,
গর্ভে গুরুভার, চলে গর্বভরে,
তা দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে,
দেশের দারিদ্র্য গেলরে।
কিন্তু রে অবোধ, সে পোত কাহার ?
সত্ব অধিকার তাহে কি তোমার ?
যাদের বাণিজ্য, তাদের ব্যাপার,
ব্যাপারী ধবল দলরে।
চিনির বলদ তোমরা কেবল,
কেরাণী মুহুরী সরকারের দল।
কাকের কি লাভ, পাকিলে শ্রীফল,
উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বলরে।

—মনোমোহন বসু

৮৯

আর দেরী নয়

এখন আর দেরী নয়, ধর গো, তোরা হাতে হাতে ধরগো !
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বরগ।

ওরে ঐ উঠেছে শংখ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে,
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই—কোথায় পূজার অর্ঘ।
এখন যায় যা কিছু আছে ঘরে, আন আপনার থালা ভরে,
আন আরতির প্রদীপ জ্বেলে—আনরে বলির খড়্গ।
আজ নিতে হবে, দিতে হবে, দেরী কেন করিস্ তবে?
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয়ত মরগে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

ঝিঁঝিঁট—একতালা

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহরে
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি,
প্রভাত গগনে কোটি সুর তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
বিশ্বকোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে।

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যাবে চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

মিশ্র বাঁরোয়া—ঢিমে তেতালা

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনি
যুগে যুগে জননি লোক-পালিনি।
সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে;
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিনি।

তাল তমাল দল নীরবে বন্দে,
বিহংগ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী ?
কিসের দুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী গরবে,
জাগিবে ভক্তি, উঠিবে ভক্তি ;
জাননা আপনায় সন্তান-শালিনি !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

৯২

ভুলোনা ভুলোনা এদেশের কথা

ভুলোনা ভুলোনা এদেশের কথা, এযে বিক্রমের দেশ রে।
বত্রিশ সিংহাসন কোহিনুর-মণি,
তাল বেতাল যাদের ঘরে বাঁধা ছিল রে।
এদেশের ছেলে চন্দ বাদল পুত্ত
জয়মল্ল, প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য ;
কুমার, মোহন, আদিল, মীরমদন,
রাজসিংহ, শিবাজী, দুর্গাদাস রে॥

ঐদেশের মেয়ে খনা, লীলাবতী,
পদ্মিনী, ভবানী, কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী ;
এদেশের মেয়ে ছিল চাঁদবিবি
বীর্যবতী মেয়ে হারাল আকবরে ॥
যাদের ছিল রংগস্থল পাণিপথ, মিরাট,
চিলিনওয়ালা, সিন্ধু, হলদিঘাট,
যারা হিরাট হ'তে ছুটিল কর্ণাট,
খেলিত যাহারা দৃশদ্বতী তীরে ॥

—অজ্ঞাত

৯৩

মিশ্র খাম্বাজ—তালফেরতা

অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান !
বংগ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পাঞ্জাব, রাজপুতান্ !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাবে "নমো হিন্দুস্থান !"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান !
নমো হিন্দুস্থান !

ভেদ-রিপু বিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্য গান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্য গান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে সাম্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃপ্রাণ!
বংগ বিহার, উৎকল··· ··· ···
সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান ইত্যাদি···
সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম-নিশান! ধর্ম বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বংগ, বিহার ··· ··· ··· "নমো" হিন্দুস্থান"
(কোরাস্) জয় জয় জয় ইত্যাদি···

—সরলা দেবী

৯৪

আজি গো তোমার চরণে জননি আনিয়া অর্ঘ করি মা দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে, পথে পথে মাগি
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি স্নেহের সলিলে করিয়া স্নান।
(কোরাস্) জননি বংগ ভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনে মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।
জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত
হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কিগো মা তারাই তত,

তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সপেছি মা সুখে তোমার জন্য
তাই দুহস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন যে মহৎ মান ॥
(কোরাস্) জননি বংগ ভাষা এ জীবনে ইত্যাদি···
নয়নে বহিছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠোর-জ্বালায় পিয়িয়া তোমার বচনসুধা,
মরুভূমি সম যখন তৃষায় আমাদের মাগো বুক ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান ॥
(কোরাস্) জননি বংগ ভাষা এ জীবনে ইত্যাদি···
পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এনেছি ছুটি,
কামনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি,
চাহি না গো কিছু, তুমি মা আমার এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার তুমি গো জননি আমার প্রাণ।
(কোরাস্) জননি বংগভাষা এ জীবনে ইত্যাদি··· ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৯৫

শহীদ তর্পণ

চরণে চরণে কণ্টক যারা গেল দলি'—
আহা তারা কি দেবতা সকল দুঃখাতীত,
মরণের পথে হাসিমুখে যারা গেল চলি'—
আহা তারা কি দেবতা শঙ্কারোহিত চিত!

দুর্যোগ ঘন শঙ্কটময় দিনে—
তিমির আঁধারে পথ নিল তারা চিনে,
দুঃখের মাঝে জ্বালিল আশার শিখা—
আহা তারা কি দেবতা যুগ যুগ নন্দিত।
সংশয়-ভয় তুচ্ছ তাদের কাছে,
মুক্তির লাগি বন্ধন যারা যাচে,
যাদের পরশে পুণ্য পাষাণ-কারা—
আহা তারা কি দেবতা চির-মহিমান্বিত ॥

—জাতীয় শিল্প-পরিষদ্

৯৬

সংগ্রামের আহ্বান

এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ,
কে যাবি আয় আয়;
বেলা যে বহে' যায়।
কোর'না দেরী, কো'রনা দেরী,
শোন'নি কানে ভেরী;
ডেকেছে গুরু, খেলা যে সুরু—
বাহির আঙিনায় ॥
আয় রে তোরা কে দিবি প্রাণ,
কে আজ সব করিবি দান;
মায়ের লাজ, ঘুচাবি আজ—
সতেজ দৃপ্ততায় ॥

—জাতীয় শিল্পী-পরিষদ্

৯৭

তাহাদের শেষ স্মরণে—
যারা নিঃশেষে, প্রাণ দিল হেসে,
অমর যাহারা মরণে।

এ মাটির প্রতি ধূলি কণিকায়—
লিখে রেখে গেল শোণিত লিখায়—
মুক্তির বাণী যারা ;
হে ভারতবাসী ভুল না তাদের
অমৃত পুত্র তারা।
তাহাদের স্মৃতি, মনে রেখ নিতি
প্রণাম জানায়ো চরণে ॥
তোমাদের লাগি' আপনি তাহারা—

নিয়েছে দুঃখব্রত
হে ভারতবাসী কৃতজ্ঞতায়
কর আজ মাথা নত।
জীবনে তাদের কর নাই দান—
কোন ফুলমালা, কোন সম্মান,
মরণের পারে শান্তি তাদের
মাগিও অভয় স্মরণে ॥

—জাতীয় শিল্প-পরিষ

৯৮

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু আছি সাতকোটি ভাই জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান ;
আমরা মোটা খাব, ভাইরে পরব মোটা—
তবু মাখবোনা না ল্যাভেণ্ডার, চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে.
আমরা রবো কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস নে ভাইরে আর এমন সুদিন,
তোমরা মায়ের পায়ের কাছে এসে জোট।
ঘরের দিয়ে আমরা পরের মেঙে,
কিনবো না ঠুনকো কাঁচ, যায় যে ভেঙে।
থাকলে গরীব হয়ে, ভাইরে গরীব চালে—
তাতে হবে নাকো মান খাটো ॥

—রজনীকান্ত সেন

৯৯

নিশান রাখ উঁচু, তাতে যায় যদি যাক প্রাণ ;
পেতেই হবে মুক্তি দেশের রাখতে হবে মান।
সুবর্ণভূমি আঁধার আজিকে শ্মশান বহ্নি-ধূমে—
চল্লিশকোটি প্রাণ কি রহিবে অচেতন মোহ ঘুমে ?

ছুটে আয়, ওরে কে আছ কোথায়, এসেছে যে আহ্বান—
দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে আজ প্রাণ।
ভয় কিরে তোর, ভাবনা কেন, শঙ্কা কিসের ওরে ?
বাজাও জয়শঙ্খ ওরে বাজাও আজি জোরে ;
উচ্চে গাহ গান—
যায় যদি যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ।
পথ জানা নাই, নাই থাক্ তবু চলতে হবে আগে,
ছেড়ে যাবে যারা, ছেড়ে যাক্, তবু থাক তোরা পুরোভাগে ;
সামনের বাধা ভেঙে ফেল, কর তারে খান্ খান্,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, যায় যদি যাক্ প্রাণ, যায় যদি যাক্ প্রাণ॥

—জাতীয় শিল্প-পরিষদ্

১০০

শুভ সুখ চেন কি বর্‌খা বরষে-
ভারত ভাগ হে জাগা।
পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা—
দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ,
চঞ্চল সাগর, বিন্ধ্য, হিমালা—
নীলা যমুনা গঙ্গা—
তেরে নিত গুণ গায়ে,
তুঝসে জীবন পায়ে,

সব তন্ পায়ে আশা

সূরয বন কর জগ পর চমকে·

ভারত নাম সুভাগা।

জয় হো, জয় হো, জয় হো,

জয়-জয়-জয়-জয় হো,

সুবা-সবেরে পঙ্খ পখেরু

তেবে হি গুণ গায়ে

বাসভরি ভরপুর হাওয়ায়ে

জীবন মে রুত লায়ে॥

—অজ্ঞাত

১০১

ভেঁরো

জাগো, জাগো, জাগো এবে ;

হের পূরব-প্রান্তে ভানু-রেখা,

হে ভারতবাসী।

মঙ্গল-সঙ্গীত শোন বিহগ-কণ্ঠে ;

পুষ্পে নব সৌরভ, গগনে নব হাসি।

দূর অতীত শোন ডাকে, বৎস জাগো,

মোদের সম্মান গৌরব রাখো ;

ভবিষ্যতে শোন ডাকে কর্ম্মভেরী,

—সুপ্তি পরিহর, মুক্তি অভিলাষী।

দক্ষিণে বামে দেখ জাগে কত জাতি,
নবীন উৎসাহে, নয়নে নব ভাতি ;
জাগো, জাগাও সবে নব দেশ-প্রেমে ;
শংকা কোরো না হেরি' বিপদ-তুঃখরাশি !

—অতুলপ্রসাদ সেন

১০২

মিশ্রস্বর—একতালা

জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারতমাতা ॥
তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটীর বুকে তোমার শীতল-পাটী পাতা ॥
স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলি-মাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-ভারতে।
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার বিজয়-গাথা ॥
আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতের প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো রূপ ধরে আসেন বিধাতা ॥
ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে,
দেখে শুনে হয় মা মনে নেইক বিচার নেই বিধাতা ॥

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১০৩

কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে ॥

তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি—
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী ;
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে ॥

মনের বেদনা রাখো মা, মনে ;
নয়ন বারি নিবারো নয়নে ;
মুখ লুকাও মা, ধূলিশয়নে ;
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে ॥

শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী ;
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪

সুখরাই কানাড়া—কাওয়ালী

ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ-ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে—অরুণ আশার সোনার রথে॥
অশ্রু-গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি—
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধনগীতি
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয় বিছানো পথে॥
বিজয়া তোর হ'ল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়—
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা,
সফল কর এ তপস্যা মা স্থান দে স্বাধীন জগতে॥

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১০৫

বাউল—লোফা

আমার দেশের মাটী
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটী
এই দেশেরই মাটি-জলে
এই দেশেরই ফুলে-ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটী॥

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ ক'রে ধন্য হতে আসে কত জাতি।

এই দেশেরই ধুলায় পড়ি'
মাণিক যায় রে গড়াগড়ি,
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙ্গালো
এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি ॥

এই মাটি এই কাদা মেখে,
এই দেশেরই আচার দেখে,
সভ্য হ'ল নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি।

এই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে
জ্বাল্‌ল আলো ভালোবেসে,
মা আঁধার রাতে একলা জাগে
আগ্‌লে রে এই শ্মশান-ঘাঁটি ॥

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১০৬

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার,
জানি জানি তোর বন্ধন-ডোরে ছিঁড়ে যাবে বারে বার।
খ'নে খ'নে তুই হারায়ে আপনা, সুপ্তি-নিশিথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে,
চির দিন তুই গাইবি যে গান সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুল পল্লব নদী নির্ঝর সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর—
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলেছে আগের মত,—কইরে আগের মানুষ কই?
মৌনী স্তব্ধ সে-হিমালয়
তেমনি অটল সে মহিমাময়,
নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি,
আমরাও আর সে জাতি নই ॥
আছে আকাশ সে-ইন্দ্র নাই,
কৈলাসে সে-যোগীন্দ্র নাই;
অন্নদা-সুত ভিক্ষা চাই,
কি কহিব এরে কপাল বই ॥
সেই আগ্রা, সে দিল্লী, ভাই,
আছে পড়ে সে-বাদশা নাই,
নাই কোহিনুর ময়ূর-তক্ত,
নাই সে বাহিনী বিশ্বজয়ী।

আমরা জানিনা জানেনা কেউ,—
কূলে বসে কত গণিব ঢেউ ;
দেখিয়াছি কত, দেখিব এ-ও,
নিঠুর বিধির লীলা কতই !

—কাজী নজরুল ইসলাম

১০৮

ইমন ভূপালী—একতালা

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর বন্ধন সব
মোচন কর হে !
প্রভু, মোচন কর ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
কর নিঃসংশয় ।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে !
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর জড়বিষাদ
মোচন কর হে
প্রভু তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,

ধূলিপতিত দুর্বল চিত
করহ জাগরূক।
তিমির রাত্রির অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর স্বার্থপাশ
মোচন কর হে।
প্রভু, বিরস বিফল প্রাণ,
কর প্রেম সলিল দান,
ক্ষতি পীড়িত শংকিত চিত
কর সম্পদবান।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরহে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯

মার্চ্চের সুর

শংকাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ।
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই॥
আগে জাগে বাধা ও ভয়,
ও-ভয়ে ভীত নয় হৃদয়,
জানি মোরা হবই হব জয়ী॥

জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
রে নবীন, আন্ নব পথের দিশা,
নিশিশেষের উষা,
কেহ নাই দেশে মানুষ তোমরা বই ॥
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন—
চল্ ওরে কাঁচা চল্ নবীন,
দৃপ্ত চরণে নৃত্য দোল্ জাগায়ে মরুতে'রে বেহুঁইন !
"নাই নিশি নাই" ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন !
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্দ্ধে দেবী জননী শক্তিময়ী ॥

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১১০

ভৈরবী—ঠুংরী

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি !
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি !
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ,
দুঃখের সাথে দুঃখের প্রাণ,
তোমার হাতে বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি !

দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ,
সাথে যদি দাও ভকতি!
যদি দিতে চাও, কাজ দিও, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে;
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে
তোমার চরণ ধূলিতে;
ভুলায়ে রাখিও সংসার তলে,
তোমারে দিও না ভুলিতে!
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ, ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম বহি লয় মোরে
সকল শ্রান্তি হরণে!
দুর্গম পথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ দমন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়,
নিখিলশরণ-চরণে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১

মার্চ্চ—সঙ্গীত

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলসরে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥
দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান।
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল।
কে র'বি প'ড়ে লাজে ॥
বহে স্রোত জীবন নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয় দূর সাগর ডেকে যায় ॥
হ'বি মৃত্যু-পাথার পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে ॥
পাঁওদল রণে চল্ চল্ রণে চল্
মরুতে ফুটাতে পারে ঐ পদতল
প্রাণ-শতদল।
বিঘ্ন বিপদে করি' সহায়
না-জানা-পথের যাত্রী আয়,
স্থান দিতে হবে আজি সবায়
বিশ্ব-সভা-মাঝে ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

১১২

মার্চ্চের স্থর

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী
জাগো জাগো!
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি।
জাগো জাগো॥
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ রণ-ডঙ্কা
শোনো বোলে,
নাহি শংকা!
আমাদের সংগে নাচে রণ-রংগে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী॥
অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান।
আমরা সৃজিয়া যাই
নূতন যুগ ভাই,
আমরা নবতম ভারত-বিধাত্রী॥
সাগরে শংখ ঘন ঘন বাজে
রণ-অঙ্গনে চল কুচ্ কাওয়াজে
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র মুখে।
ভারতরক্ষী মোরা নব সাস্ত্রী॥

—কাজী নজরুল ইস্লাম

১১৩

চরকা স্তোত্র

অবনত ভারতের দুঃখ দৈন্য-ম্লান মুখ
হেরি কি কাঁদিল তব প্রাণ,
তাই সুদর্শনধারী, প্রেরিলা আপন চক্র
করিতে ভারতে আজি ত্রাণ!

সিন্ধুতটে তাপসেরে স্বপনে দিলে কি দেখা
শিখাইলে যুক্তিমন্ত্র সার,
তোমারি বরেতে সে কি দেশ গর্বে উচ্চশির
চর্কা মন্ত্র করিলা প্রচার?

তামসী রজনী শেষে উষার আলোক সম
জ্যোতিরূপে চক্র দিল দেখা,
জাতির উত্থানতরে অবসাদ পারাবারে
তরীরূপে আইল চরকা।

সম্ভ্রমে নমিয়া সবে পূজে সুদর্শনে আজি—
চরকা উৎসব ঘরে ঘরে;
নমঃ নমঃ সুদর্শন, নমঃ চর্কা নমঃ পুনঃ,
বিরাজ ভারতে চিরতরে॥

—হেমদাকান্ত চৌধুরী

১১৪

আগে চল্

(বেহাগ)

আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।

প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়।
সময় সময় করে পাঁজি পুথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

অতীতের স্মৃতি তারি-স্বপ্ননিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।

দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত,
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই॥

দেখ যাত্রী যায়, জয়গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি ॥

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায় কৃপাচক্ষে চায়,
পথধূলি উড়ে আসে !

ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতলে ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫

মার্চ্চের সুর

বীরদল আগে চল্
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল ॥
আয় ওরে আয় তালে তালে পায়ে পায়ে
আশা জাগায়ে নিরাশায়

আয় ওরে আয় প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল ॥
ঝঞ্ঝায় বাজে রণ-মাদল
চল্ চল্
ভোল্ ভোল্ জননীর স্নেহ-অঞ্চল।
ডাকে বিধুর প্রিয়া সুদূর
ভোল তারে ডাকে তোরে তূর্য্য-সুর।
দল্ দল্ পায় ভয় ভাবনায়
শ্মশানে জাগা প্রাণ
আপন-ভোলা পাগল ॥

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

মুক্তির গান

স্বরলিপি

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে, এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও অসি কলঙ্কে মলিন, তোমারি পাশ নাশিবে!
যদিও হে দেবী শোণিতে আমার, কিছুই তোমার হবে না—
তবু ওগো মাতা পারি তা' ঢালিতে, এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা!
যদিও জননি যদিও আমার, এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান।

II রা রা রগম | গর রা রা | সরা রা রা | রা রা গর
তো মা রি০০ | ত রে মা | সঁ পি নু | দে হ ০ ০

সা রগম | মা মা মা | মপ মা মগ | রগা গর সা
তো মা রি০০ | ত রে মা | সঁ পি নু | প্রা ০ ণ

রা রা রম | মা মা মগ | মা পা পর্সা | র্সা র্সা নর্সর্রা
তো মা রি | শো কে এ | আঁ খি ব | র ষি বে০০

র্সণ ণধ ধণ পম মা মপধ পম মা মগ র গর :সা II
এ বী ণা তো মা বি গা হি বে গা ০ ন

পা সা সা । পন না না না ধনর্স র্সা । র্সা র্সা ।
য দি ও । এ বা হু অ ক্ষ ম । দু র্ব্ব ল
য দি ও জ ন নী য - দি ও আ মা ব

র্সন র্সা র্রা । র্রা র্জ্জর্র সা । র্সর্র র্সণ ধা । পা -া -া
তো মা বি । কা ০ ০ র্ধ্য সা ০ ধি । বে ০ ০
এ বী ণা য় কি ছু না ০ হি কে ব ০ ল

রা রা রম । মা মা মগ । মা পা পর্স । র্সা র্সা নর্সর্র
য দি ও । এ অ সি । ক ল ঙ্কে । ম লি ন
কি জা নি য দি মা এ ক টি স ন্তা ন

র্সণ ণধ ধণ । পম মা মপধ পম মা মগ । বা গর সা II
তো মা রি । পা । শ না ০ শি । বে ০ ০ ০
জা গি উ ঠে শু নি এ বী ণা তা ০ ন

বা রা রমা । মা গা রা রা রা রা । রা রা গরা
য দি ও০ । হে দে বী শো ণি তে । আ মা র০

সা রগম মা । মা মা -া । মপ মা মগ । রা গর সা
কি ছু ই । তো মা র । হ ০ বে । না ০ ০

রা . রা রম	মা মা মগ	মা পা পা	র্সা র্সা নর্সর্র
ত বু ও	গো মা তা	পা রি তা	ঢা লি তে
র্সণ ণধ ধা	ণধ পম মপধ	পা মা মগ	রা গর সা
এ ক তি	ল ত০ ব	ক ল ঙ্ক	ক্ষা লি তে
রা রপ মা	মা মা মগ	রগা -া রা	সা -া -া II II
নি ভা তে	তো মা র	যা ০ ত	না ০ ০

এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন

বন্দেমাতরম।

আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়

বন্দেমাতরম।

আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়
অদ্ভুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
টুটেত টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িব কভু এ দৃঢ় বন্ধন

বন্দেমাতরম।

II সা -া সা | গা -া গা | মা -া মা | পা -া ধা
এ ০ ক | সূ ০ ত্রে | বাঁ ০ ধা | আ ০ ছি

ণা -া ধা | পা -া গা | মা -া -া | -া -া -া
স ০ হ | স্র ০ টি | মন ০ ০ | ০ ০ ০

র্সা -া র্সা | র্সা -া ধা | ণা -া ণা | ণা -া ধপ
এ ০ ক | কা ০ র্যে | সঁ ০ পি | য়া ০ ছি

ধা -া পা | মা -া গা | মা -া -া | -া -া -া
স ০ হ | স্র ০ জী | বন ০ ০ | ০ ০ ০

{র্সা -া -া | র্সা -া -া | ধা -া পা | মা -া -া II}
{বন্ ০ ০ | দে ০ ০ | মা ০ ০ | রম্ ০ ০}

মা -া মা | ধা -া ণা | র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা
আ ০ সু | ক ০ স | হ ০ স্র | বা ০ ধা

র্সা -া র্গা | র্মা -া র্পা | র্মা -া -া | -া -া -া
বা ০ ধু | ক ০ প্র | লয় ০ ০ | ০ ০ ০

মা -া মা | পা -া ধা | পা -া মা | গা -া -া
আ ০ ম | রা ০ স | হ ০ স্র | প্রাণ ০ ০

সা -া সা | গা রা গা | মা -া -া | -া -া -া II
র ০ হি | ব ০ নি | র্ভয় ০ ০ | ০ ০ ০

{ র্সা -া -া | র্সা -া -া | ধা -া পা | মা -া -া II }
{ বন্ ০ ০ | দে ০ ০ | মা ০ ত | রম্ ০ ০ }

র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা | র্রা -া র্রা | র্সা -া র্সা
আ ০ ম | রা ০ ভ | রা ০ ই | ব ০ না

ধা -া ধা | পা -া পা | মা -া -া | মা -া -া
ঝ ০ টি | কা ০ ঝন্ | ঝা ০ ০ | য় ০ ০

সা -া সা | গা -া গা | মা -া মা | পা -া পা
অ ০ জু | ত ০ ত | র ০ ঙ্গ | ব ০ ক্ষে

ধা -া ধা | না -া না | র্সা -া -া | -া -া -া
স ০ হি | ব ০ হে | লায় ০ ০ | ০ ০ ০

র্গা	-া	র্গা	র্গা	-া	র্গা	র্মা	-া	র্রা	র্সা	-া	র্সা
টু	০	টে	ত	০	টু	টু	০	ক	এ	ই	০
ধা	-া	পা	মা	-া	গা	মা	-া	-া	-া	-া	-া
ন	০	শ্ব	র	০	জী	বন	০	০	০	০	০
সা	-া	সা	মা	-া	মা	সা	-া	সা	মা	-া	মা
ত	০	বু	না	০	ছি	ড়ি	০	ব	ক	০	ভু
সা	-া	সা	গা	রা	গা	মা	-া	-া	-া	-া	-া II
এ	০	দৃ	ঢ	০	বন্	ধন্	০	০	০	০	০
{ র্সা	-া	-া	র্সা	-া	-া	ধা	-া	পা	মা	-া	-া II }
বন্	০	০	দে	০	০	মা	০	ত	রন্	০	০

কথা ও সুর—অরুণ সরকার

এসেছে ডাক বেজেছে শাঁখ কে যাবি আয় আয়
বেলা যে বহে যায়।
কোরোনা দেরি কোরোনা দেরী শোনেনা কাণে বেজেছে ভেরী
ডেকেছে গুরু খেলা যে সুরু বাহির আঙ্গিনায়॥
আয়রে তোরা কে দিবি প্রাণ কে তোরা সব করবি দান
মায়ের লাজ ঘুচাব আজ
সতেজ দৃপ্ততায়॥

II সা মা রা | ধা -া -া | -া -া -া | -া -া -া
এ সে ছে | ডা ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ক

সা মা রা | পা -া -া | ধা মা পা | রা -া -া
এ সে ছে | ডা ০ ক | বে জে ছে | শাঁ ০ খ

রা ধা ধা | ধা ণা র্সর্র | ধা -া -া | ধা -া -া
কে যা বি | আ ০ য় | আয় ০ ০ | ০ ০ ০

ণা ধা পা | মা -া -রা | পা -া -া | -া -া মা
বে লা যে | ব ০ হে | যায় ০ ০ | ০ ০ ০

ধা পা মা | গধা গা ধা | সা -া -া | -া -া -া II
বে লা যে | ব ০ হে | যায় ০ ০ | ০ ০ ০

{ ধা মা পা | ধা না -া | ধা না র্সা | র্সা -া -া
{ কো র না | দে রি ০ | কো র না | দে রি ০

র্সা র্গা র্গা | র্গা র্গর্ম র্গা | র্রা র্গা র্রা | র্সন র্সা -া }
শো ন নি | কা ০০ নে | বে জে ছে | ভে রী ০ }

র্সা র্রা র্সা	র্সর্ণা -া ণা	ণর্সা ণা -া	ধণা পা -া
ডে কে ছে	গু ০ রু	খে লা যে	সু ০ রু
মা য়ে র	লা ০ জ	ঘু চা বি	আ ০ জ

সা রা রা	গা রা গা	মা -া গা	পা -া -া
বা হি র	আ ০ ঙ্গি	না ০ ০	য় ০ ০
স তে জ	দৃ ০ প্ত	তা ০ ০	য় ০ ০

কে যাবি আয় আয়···বহে যায়।

সা মা রা	পা -া -া	-া -া -া	-া -া -া II
এ সে ছে	ডাক ০ ০	০ ০ ০	০ ০ ০

মা দা দা	দা না -া	না র্সা -া	র্সা -া -া
আ য় রে	তো রা ০	কে দি বি	প্রা • ণ

র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	র্জ্ঞা -া র্মা	র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা র্ধা	র্স -া -া
কে তো রা	স ০ ব	ক রি বি	দা ০ ন

"উঠগো ভারত-লক্ষ্মী"

কথা ও সুর—অতুলপ্রসাদ সেন

II সা গা গা গা | গা পা পা পা | মা গা রা -া | -া -া রা গা
উ ০ ঠ গো | ভা ০ র ত | ল ০ ক্ষ্মী ০ | ০ ০ উ ঠ

মা -া মা মা | গা গা রা সা | রা -া সা -া | -া -া -া -া
আ ০ দি জ | গ ত জ ন | পূ ০ জ্যা ০ ০ ০ ০ ০

পা -া পা পা | -া ধা পা ধা পা মা মা -া | -া -া সা রা
দুঃ ০ খ দৈ | ০ ন্য স ব্ না ০ শি ০ | ০ ০ ক র

গা -া গা গা | রা -া সা -া | রা -া সা -া | -া -া -া -া
দু ০ রি ত | ভা ০ র ত | ল ০ জ্জা ০ | ০ ০ ০ ০

গা -া গা গা | গা গা রা গা | মা -া মা -া | -া -া সা মা
ছা ০ ড় গো | ছা ড় শো ক | শ ০ য্যা ০ ০ ০ ক র

পা -া পা -া | -া -া মা পা | ধা ধা পা ধা ণা ণা ধা ণা
স ০ জ্জা ০ | ০ ০ পু ন | ক ম ল ক | ন ক ধ ন

র্সা -া র্সা -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া
ধা ০ ন্তে ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

গা -া গা -া | গা -া -া রা | সা রা গা মা | গা -া রা -া
জ ০ ন ০ | নি ০ ০ গো | ল হ তু লে | ব ০ ক্ষে ০

রা মা মা মা | মা -া -া গা | রা গা মা পা | মা -া গা -া
সা ০ স্ত ন | ব্য ০ ০ স | দে হ তু লে | ব ০ ক্ষে ০

গা পা পা -া | পা -া পা পা ধা পা না গা | রা -া -া -া
কাঁ ০ দি ০ | ছে ০ ত ব | চ র ণ ত | লে ০ ০ ০

রা গা মা রা গা সা রা গা গরা -া -া সা | সা -া -া -া II
বিং ০ শ তি | কো টি ন র | না ০ ০ রী | গো ০ ০ ০

বাকী দুই কলির সুর প্রথমের অনুরূপ।

"চল্‌রে চল্‌ সবে"

কথা ও সুর—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্বে,
সাধ্‌রে সাধ্‌ সবে দেশের কল্যাণ!

পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য
কে করে মোচন!
উঠ, জাগো, সবে বল—মাতঃ
তব পদে সঁপিনু পরাণ!

এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ,
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ দেশান্তরে যাওরে আনতে
নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো,
উঠাওরে নবতর তান,

লোক রঞ্জন লোক গঞ্জন
না করি দিকপাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়,
তাহাতে জীবন কর দান।

দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান
এক পথে এক সাথে চল্‌,
উড়াইয়া একতা নিশান।

II র্সা -া -া র্সা। না র্সা ধা না। পা না ধা র্সা। না -া -া -া
চল্‌ ০ ০ রে চ ল্‌ স বে ভা র ত সন্‌ তান্‌ ০ ০ ০

পা -া -া পা। গা -া পা -া। গা গা মা -া। সা -া -া -া
মা ০ ০ তৃ ভূ ০ মি ০ ক রে আ হ্‌ বান্‌ ০ ০ ০

সা -া গা গা । সা -া গা -া । পা -া সা সা । গা -া পা ধা
বী ০ ০ র দ ০ র্পে ০ পৌ ০ রু ষ গ ০ র্বে ০

র্সা -া -া না । র্সা র্সা র্সা র্সা । না না ধা না । পা -া ধা -া
সাধ্ ০ ০ বে সা ধ স বে দে শে র ক ল্যা ০ ণ ০

র্সা -া -া র্গা । র্রা -া র্ম -া । র্গা -া -া র্রা । র্সা -া নধ না
পূ ০ ০ জ ভি ০ রা ০ মা ০ ০ তৃ দৈ ০ ন্য ০

পা -া -া না । ধা -া র্সা -া । না -া -া -া । -া -া -া -া
কে ০ ০ ক বে ০ মো ০ চ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

গা -া পা -া । মা -া ধা -া । পা -া না -া । ধা -া র্সা -া
উ ০ ঠ ০ জা ০ গো ০ স ০ বে ০ ব ০ ল ০

না -া র্রা -া । -া -া -া -া । র্গা র্রা র্সা র্সা । না ধা পা ধা
মা ০ ভ ০ ০ ০ ০ ০ ভ ব প দে সঁ পি ছু প

র্সা -া -া -া। না -া ধা না। পা না ধা র্সা। না -া -া -া
রাণ ০ ০ স স ০ বে ০ ভা র ত স ন্তান ০ ০ ০
(মাতৃভূমি ইত্যাদি)

সা -া -া সা। গা -া গা -া। মা -া -া রা। গা -া -া -া
এ ০ ০ ক ত ০ ন্ত্রে ০ ক ০ ০ র ত ০ ০ প

গা -া -া মা। পা -া -া মা। গা -া -া -া। -া -া -া -া
এ ০ ০ ক ম ন্ ত্রে ০ জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প

পা -া -া হ্মা। -া -া -া -হ্মা। পা -া হ্মা -া। পা -া ধা -া
শি ০ ০ ক্ষা দী ০ ০ ক্ষা ল ০ ক্ষ্য ০ মো ০ ক্ষ ০

পা -া -া -া। পা মা গা রা। গা রা সা না। সা -া -া -া
এক ০ ০ ০ এ ক সু রে গা ও স বে গা ০ ০ ন*

* ৩য় ও ৫ম কলির সুর ১ম কলির অনুরূপ।
এবং ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কলির সুর ২য় কলির অনুরূপ॥

"কতকাল পরে"

কথা—গোবিন্দচন্দ্র রায়

রা গা সা রা । সা মা গা -া । রা গা মা -া । পা পা পা ধপ
ক ত কা ০ ল প রে ০ ব ল ভা ০ র ত রে ও

মা গা মা -া । পা পা পা পধ । র্সা ণা ধা -া । প মা গা -া II
ছু খ সা ০ গ র সাঁ ০ ত রি পা ০ র হ বে ০

মা গা মা -া । পা ধা ধা ণধ । পা ধা ধণ র্সা । ণা ধা পা -া
অ ব সা ০ দ হি মে ০ ডু বি য়ে ০ ডু বি য়ে ০

মা গা মা -া । পা পা পা ধা । র্সা ণা ধা -া । পা মা গা মগ
ও কি শে ০ ষ নি বে ০ শ র সা ০ ত ল রে ০০

বাকী সুর দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ।

"বন্দেমাতরম্"

কথা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

র্সা -া র্সা -া । -া -া ণর্স র্র্স । নধ পা পা ধপ । মপ মগ গরা -া
ব ০ ন্দে ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ মা ০ ০ ত রম্ ০

-া -া -া -া । মা রা মা -া । গম পা ধপ ধা । পধ ণা ধণ র্সা
০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ণর্স র্রা -া র্সা । র্সর্র্স ণা ধপ মা । পা -া -া -া । র্সা -া -া -া
০ ০ ০ ত র ০ ০ ০ ম্ ০ ০ ০ বন্ ০ ০ ০

না র্সর্র্স ণা ণধ । পা ধপ মপ মগ । গরা -া -া -া । রা মা মা -া
দে ০ ০ ০ মা ০ ০ ত রম্ ০ ০ ০ সু জ লা ০

-া গা রা গা । রস ন্া সা -া । রা রা মা মা । গমপ -া -া ধপ
০ সু ফ ল লা ০ ০ ম্ ম ল য় জ শী ০ ০ ০

মা গপা -া -া । -া -া -া -া । মা -া পা -া । না -া -া -া
ত লাম্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ ০ স্ত ০ শ্যা ০ ০ ০

ধনর্স -া -া না । র্সা -া -া -া । র্সা -া -া না । র্রা -া -া র্সা
০ ০ ০ মা লা ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০।

র্সর্রর্স ণা ধপ মা । পা -া -া -া । র্সা -া -া -া । র্সর্রর্স ণা ধা পা
র ০ ০ ০ ম্ ০ ০ ০ বন্ ০ ০ ০ দে ০ ০ ০

রা গা মা গা । গরা -া -া -া । মা -া পা -া । না -া ধন র্সর্র
মা ০ ০ ত রম্ ০ ০ ০ শু ০ ভ্র ০ জ্যোৎ ০ স্না ০

র্রা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা -া । না -া না না । র্সা র্সা র্সা -া
পু ল কি ত যা মি নী ০ ফু ০ ল্ল কু সু মি ত ০

পা না র্সা র্সা । নর্সর্র র্সা র্র -া } র্সা ণা -া ধা । ণা -া ধা পা
দ্রু ম দ ল শো ভি নী ০ } সু হা ০ সি নী ০ ০ সু

ধা ণা র্সা র্রা | র্সা ণধ পা মা) পা না র্সা -া | গা মা পা র্সা
সু ম ধু র | ভা ষি ণীং ০) সু খ দাং ০ | ব র দা ম্

র্সা ণা র্রা র্সা | র্সর্রর্স ণা ধপম পা | র্সা -া -া -া | ণর্স র্রর্স ণধ পা
মা ০ ০ ত | র ০ ০ ম্ | বন্ ০ ০ ০ | দে ০ ০ ০

রা গা মা গা | গরা -া -া -া II
মা ০ ০ ত | রম্ ০ ০ ০

সা -া সা সা | পা পা পা -া | পা পা ধা পা | মা মা মা -া
স ০ প্ত কো | ০ টি ক ০ | ঠ ক ল ক | ল নি না ০

মা -া -া গর | গা -া -া রস | সা সর রা -া | -া -া -া -া
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ দ | ক রা লে ০ | ০ ০ ০ ০

না না -া না | না -া র্সা র্সা | র্সা -া পা পা | পা পা পা মা
দ্বি স ০ প্ত | কো ০ টি ভু | জৈ ০ র্ধৃ ত | খ র ক র

পা ধা ণা -া | -া -া ধা পা | ধা -া -া -া | -া -া -া -া
বা ০ লে ০ | ০ ০ কে ব | লে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

মা -া পা পা | -া -া -া -া | গর গা মা -া | -া -া -া -া
মা ০ তু মি | ০ ০ ০ ০ | অ ব লে ০ | ০ ০ ০ ০

মা পা পা না | না র্সন ধন র্সর্র | র্সণ র্সা -া -া | -া -া -া -া
ব হু ব ল | ধা ০ ০ ০ | রি ণীম্ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা না -া র্সা | র্সণা ণধ পা -া | -া -া -া -া | পা না র্সা র্সা
ন মা ০ মি | তা রি ণীম্ ০ | ০ ০ ০ ০ | রি পু দ ল

র্সণা ণধ পা -া | -া -া -া -া | রা গা রগম মগ | রা -া -া -া II
বা রি ণীম্ ০ | ০ ০ ০ ০ | মা ০ ০ ত | রম্ ০ ০ ০

II রা রা রা | মা গা রা | রা রা -া | রা -া গর
তু মি ০ | বি ০ দ্যা | তু মি ০ | ধ ০ র্ম

সা সা -া I রা গা -া I মা মা -া I মা -া মা I মা -া ধা I
তু মি ০ হৃ দি ০ তু মি ০ ম ০ র্ম ত্বং ০ হি

ধা -া ধা | -া ধা ণা | ধা পা -া | সা সা সা
প্রা ০ ণা | ০ শ রী | ০ রে ০ | বা হু তে

রা রা গা । মা -া মা -া -া -া । সা সা রা
তু মি মা । শ ০ ক্তি ০ ০ ০ । হৃ দ য়ে

গা মা পা । পা -া পা । -া -া -া । মা পা ধা
তু মি মা । ভ ০ ক্তি ০ ০ ০ তো মা রি

ণা ণা ণা । ধণ র্সর্র সর্ণ র্সা -া -া । সা ণা ধা
প্র তি মা । ০ ০ গ । ড়ি ০ ০ । ম ০ ন্দি

পা মা -া । মা জ্ঞা রা । সা -া -া । মা -া পা
রে ০ ০ । ম ০ ন্দি । রে ০ ০ । তুং ০ হি

না -া না । না না না না না না । ধন র্সর্র র্সন
তু ০ র্গা । দ শ প্র হ র ণ । ধা ০ রি

র্সা -া -া I পা না র্সা I -া -া -া I র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা
ণী ০ ০ ক ম লা ০ ০ ০ ক ম ল দ ল বি

নর্স রা র্সা । র্রা র্রা -া । ণা -া ণা । ণা -া ণা
হা ০ রি । ণীং ০ ০ । বা ০ ণী । বি ০ দ্যা

ধর্স ণধ প | ধা -া র্রা | র্সা ণা ধা | পা -া -া II

দা ০ য়ি | নী ০ ন | মা ০ মি | ত্বাং ০ ০

সা সা সা ণা | সা রা গা -া | -া -া রা গা | মা -া -া -া

ন মা ০ মি | ক ম লা ০ | ০ ম্ আ ম | লা ম্ ০ ০

গা মা ধা -া | -া -া পা ধা | ণা -া -া -া | -া -া ধা ণা

অ তু লা ম্ | ০ ০ সু জ | লা ০ ০ ০ | ০ ম্ সু ফ

র্সা -া -া -া | ধণ র্সা -া ণা | বর্সা -া -া -া | -া -া -া -া

লাম্ ০ ০ ০ | মা ০ ০ ত | রম্ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা ণা ধা -া | র্সা ণা ধা -া | ণা ধা পা -া | ধা পা মা -া

শ্যা ম লাম্ ০ | স ব লাম্ ০ | সু স্মি তাং ০ | ভু ষি তাং ০

পা ধা ণা -া | ধা ণা র্সা -া ধণ র্সা -া না | র্র্স -া -া -া

ধ র ণীং ০ | ভ র ণীং ০ | মা ০ ০ ত | রম্ ০ ০ ০

-া -া -া -া | পা র্সা -া -া | ণর্স র্র্স ণধপা | -া -া -া -া

০ ০ ০ ০ | ব ০ ০ ০ | ন্দে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

রা গা রগম গা | রা -া -া গর | সা -া -া -া | -া -া -া া II

মা ০ ০ ত | র ০ ০ ০ | ম্ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

বর্ণানুক্রমিক সূচী

—শেষ—